Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাসনাহেনা স্বর্না

রোলঃ 23090120415

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাসনাহেনা স্বর্না

রোলঃ 23090120415

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাসনাহেনা স্বর্না, আইডিঃ 23090120415 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Hasna Hena

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

হাসনাহেনা স্বর্না

আইডিঃ 23090120415

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ইলমের পরিচয় 5

২.ইলমের সংজ্ঞা.....7

৩.সালাফদের বর্ণনায় ইলমের সংজ্ঞা.....9

৪. ইলমের প্রকারভেদ 11

৫.বান্দার প্রতি আল্লহর প্রথম উপহার.....13

৬. ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত.....15

৭. কুরআন-সুন্নাহ্য ইলম হাসিল করার গুরুত্ব ও ফজিলত 25

৮. ইলম অর্জনের মর্যাদা.....30

৯. ইলম অর্জনের মুতাওয়ারাস পদ্ধতি 32

১০. ইলম অর্জনের আদবসমূহ.....44

১১. ইলম ও আমলের সম্পর্ক.....53

১২. ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব.....57

১৩. ইলম অনুযায়ী আমল না করার ভয়াবহতা 70

১৪. সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে ইলমের ভূমিকা.....82

১৫. উপসংহার 84

১.ইলমের পরিচয়

ইলম (علم) আরবী শব্দ। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি দ্বারা প্রায়শই শুধুমাত্র 'ইসলামি জ্ঞান' বা ‘দ্বীনি জ্ঞান’ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি 'আল-জাহল' (অজ্ঞতা)-এর বিপরীত।

ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে ‘যেকোনো বস্তু, ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ও দৃঢ় জ্ঞান, উপলব্ধি বা অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য অর্জন করাই ইলম’। এটি মানব জ্ঞানের একটি মৌলিক ভিত্তি।

ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে।এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ

- জ্ঞান (Knowledge)
- বিদ্যা (Learning)
- অনুসন্ধান ও উপলব্ধি (Understanding and Comprehension)
- জানা বা অবগত হওয়া (To know)
- বুদ্ধিমত্তা (Wisdom)

শাব্দিক অর্থঃ ইলম শব্দটিকে একেক সময় একেক রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমনঃ

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- العلم بالكسر وسكون اللام :في عرف العلماء يطلق على معان منها، الإدراك مطلقا ।-- "আল-'ইলম" (আইন অক্ষরে কাসরা বা জের এবং লাম অক্ষরে সুকুন বা জযম দিয়ে) শব্দটি জ্ঞানীদের পরিভাষায় (বা সংজ্ঞা অনুসারে) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে একটি হলো: নিঃশর্ত উপলব্ধি।

দার্শনিকগণের মতে ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এগুলোর একটি অর্থ হচ্ছে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা।

কেউ কেউ বলেন, ومنها التصديق مطلقا، يقينياكان أو غيره والعلم بمعنى اليقين في اللغ (‘ইলমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু। আর অভিধান অনুযায়ী ইলম অর্থ ইয়াকিন বা বিশ্বাস।’)

এর এক অর্থ হচ্ছে التعقل বা আকলের সাহায্যে অনুধাবন করা। আর এই অর্থের ভিত্তিতেই ইলম শব্দটি কল্পনা, ধারণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইলমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে: إدراك المسائل عن دليل (তথা দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা আয়ত্ব করা।)

মোট কথা ইলম সেটাই, যা আল্লহ কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর রাসূল সহীহ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যে জ্ঞানের মাধ্যমে বান্দা আল্লহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারেন, সঠিকভাবে তাঁদের অনুগত্য করতে পারেন, ইবাদতের পদ্ধতি জানতে পারেন এবং আল্লহর অবাধ্যতা

থেকে বিরত থাকার কৌশল শিখতে পারেন। এই জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বান্দার উপর ফরযে আইন।

রেফারেন্সঃ

- আরবি ভাষার অভিধান (Lughah/Mu'jam)
- ভাষাতত্ত্ব (Philology)
- Taranga Traders

২.ইলমের সংজ্ঞা

সাধারনত কোনো কিছুকে তার মূল স্বরূপের ওপর (যেভাবে তা বাস্তবে বিদ্যমান) দৃঢ়ভাবে জানতে পারা বা উপলব্ধি করাকে ইলম বলে। তবে ইলমের সংজ্ঞা পরিভাষায় ভেদে একেকরকম হয়ে থাকে। ইলমকে সাধারণত চারটি প্রধান পরিভাষায় আলোচনা করা হয়: ইসলামী (ধর্মতত্ত্ব), দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক।

১. ইসলামী বা শরয়ী পরিভাষা

ইসলামী পরিভাষায় ইলম মূলত 'দ্বীনি ইলম' (শরীয়তের জ্ঞান) এবং 'দুনিয়াবী ইলম' উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে, তবে শরীয়তের জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।যেমনঃ

- আকীদা(বিশ্বাস): কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আল্লহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর এবং আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় ও নির্ভুল বিশ্বাস।
- ফিকহ (ইসলামী আইন): শরীয়তের বিস্তারিত দলিল (কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে ব্যবহারিক বিধি-বিধান (হালাল, হারাম, ফরয, মুস্তাহাব) জানার দক্ষতা।
- উসূলে ফিকহ (আইনশাস্ত্রের মূলনীতি): শরীয়তের বিধানাবলি আহরণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি ও মূলনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- তাসাউফ (আত্মশুদ্ধি): আত্মার রোগ ও তার চিকিৎসা এবং আল্লহর সাথে বান্দার সম্পর্ক নিয়ে অর্জিত অভ্যন্তরীণ জ্ঞান।

২. দার্শনিক পরিভাষা (জ্ঞানতত্ত্ব - Epistemology)

দর্শনশাস্ত্রে ইলম বা জ্ঞানকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তির ওপর সংজ্ঞায়িত করা হয়।

- প্লেটোবাদী ধারণা: যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, এবং যা অপরিবর্তনীয় সত্য (Ideas/Forms)।
- অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism): ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান।
- বুদ্ধিবাদ (Rationalism): যুক্তির মাধ্যমে এবং জন্মগতভাবে প্রাপ্ত ধারণা থেকে অর্জিত জ্ঞান।

৩. বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বিজ্ঞান ইলমকে সেই জ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যা পদ্ধতিগতভাবে এবং পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা যায়।

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি: পর্যবেক্ষণ, অনুমান (Hypothesis) ও পরীক্ষণ দ্বারা যাচাইকৃত এবং বারবার প্রমাণিত তথ্য।

- প্রযুক্তি ও প্রকৌশল: প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার কৌশল।

৪. মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষা

ইলম মনোবিজ্ঞান ইলমকে মস্তিষ্ক কীভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করে ও সংরক্ষণ করে তার ওপর জোর দেয়।

- জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology): তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার মানসিক প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞান: শিক্ষণের প্রক্রিয়া, দক্ষতা অর্জন এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণে স্থায়ী পরিবর্তন।

এই সমস্ত পরিভাষা একত্রিত করলে বোঝা যায় যে, ইলম হলো এমন একটি প্রমাণিত সত্য ও তথ্য, যা সঠিক পদ্ধতি, যুক্তি বা ঐশী নির্দেশনার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং যা মানুষের উপলব্ধি, বিশ্বাস বা সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়।

রেফারেন্সঃ

- ইলমুল কালাম (علم الكلام) শাস্ত্র
- উসুলুল ফিক্বহ (علم الفقه) শাস্ত্র
- ইলমুত তাসাউফ (علم التصوف) শাস্ত্র
- পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব (Western Epistemology)
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method)

৩.সালাফদের বর্ণনায় ইলমের সংজ্ঞা

ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীগণ এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলমের আলামত ফুটে ওঠে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন,

ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله

‘বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লহ তা‘আলার ভয়ের নাম।’

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন,

الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ، ولكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود

‘হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লহ তা‘আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। আর বেশি বেশি মাসআলা জানার নাম ইলম নয়। এর একটি আলামত আছে। তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে প্রতারণার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে ধাবিত হওয়া।’

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل والآجل

(‘ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা।’

ইমাম বাহাউদ্দীন সুবকী (৭১৯-৭৭৩হি.)-এর মতে, العلم :حصول صورة الشئ فى الذهن، ‘স্মৃতিপটে কোন কিছুর চিত্র তৈরী হওয়ার নাম হল ইলম’।

শায়খ ছালেহ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন

إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا ,

‘কোন জিনিস তার প্রকৃত রূপে যেমন আছে, তেমনিভাবে সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করার নামই হল জ্ঞান’

আর শারঈ ইলমের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন,

العلم الشرعي هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى

، ‘মহান আল্লহ তাঁর রাসূলের প্রতি স্পষ্ট প্রমাণাদি ও হেদায়াত সহ যে জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন, সেটাই হল শারঈ জ্ঞান’।

মুমিন হতে হলে ইলম জরুরী, অনেকের ধারণা ইলমের বিষয়টি কেবল ফযীলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইলম হাসিল করা ভালো এবং সওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয় তবে ছাওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বিষয়টি কি আদৌ এমন?

ফযীলতের মধ্যেই কি ইলম সীমাবদ্ধ? মোটেই তা নয়। বরং একজন মানুষের প্রকৃত মুমিন হওয়া নির্ভর করে ইলম হাসিলের ওপর। কারণ কোনো ব্যক্তি ইলম হাসিল করা ছাড়া প্রকৃত মুমিনই হতে পারে না। কেননা মুমিন হওয়া নির্ভর করে দুটি বস্তুর ওপর। এক. সে আল্লহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। দুই. শরীয়ত নির্দেশিতপন্থা ছাড়া ইবাদত করবে না। আর এ দুটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মবাণী। যথা:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

সুতরাং তাওহীদের মর্মবাণীর মধ্যে ইলম অপরিহার্যভাবে জড়িত ও পরিব্যপ্ত। অতএব বোঝা গেল, ইলম ছাড়া তাওহীদের মর্মবাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি হয়নি। একারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে ইলমকে আমলের আগে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এবং একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন নিম্নোক্ত শিরোনামে-

بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ االْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) :فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(

'এ অধ্যায় কথা ও কাজের আগে ইলম- এ বিষয়ে। যেমন আল্লহও বলেছেন, 'তোমরা জানো যে আল্লহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই'।

রেফারেন্সঃ

- Taranga Traders

৪. ইলমের প্রকারভেদ

ইসলামী পরিভাষায় 'ইলম' (জ্ঞান) কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

১. ইলমুদ দীন (দ্বীনি জ্ঞান)

২. ইলমুদ দুনিয়া (দুনিয়াবী জ্ঞান)

★'ইলমুদ দুনিয়া' বা 'দুনিয়াবী ইলম' বলতে সাধারণত সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয় যা মূলত ইহকাল বা পার্থিব জীবনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়।

সংজ্ঞা: যে জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করলে মানুষের দুনিয়ার জীবনযাত্রা সহজ হয়, উন্নতি সাধিত হয় এবং আর্থিক বা জাগতিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়, তাকে দুনিয়াবী ইলম বলা হয়।

উদাহরণ: আধুনিক শিক্ষা যেমন— বিজ্ঞান (Physics, Chemistry, Biology), প্রযুক্তি (Technology), প্রকৌশল (Engineering), চিকিৎসা (Medical Science), অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), ভাষা শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান ইত্যাদি হলো দুনিয়াবী ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্ব: এই জ্ঞান অর্জন করলে মানুষ ইহকালে সফলতা লাভ করতে পারে, জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।মানুষের কল্যাণ বা সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই জ্ঞান অর্জন করাও গুরুত্বপূর্ণ, তবে এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লহর সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণ।

★ 'ইলমুদ দীন' বা 'দ্বীনি ইলম' বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয় যা মূলত পরকাল বা আখেরাতের সফলতা লাভের জন্য অপরিহার্য এবং যা মহান আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ দেখায়। এই ইলমুদ দ্বীনই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

সংজ্ঞা: দ্বীনি ইলম হলো সেই জ্ঞান, যা সরাসরি কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিষয়াবলি থেকে আহরিত হয়। এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, এবং ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে।

প্রকারভেদ: ইলমুদ দ্বীনকে সাধারণত দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়:

- ইলমে মাকাসিদ (ইলমুস শরীয়াহ): এটি হলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্যগত জ্ঞান, যা সরাসরি শরীয়তকে বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণ: কুরআন ও তাফসীর, হাদীস
- হাদীসশাস্ত্র, ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র), আকীদা (বিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্ব), এবং তাসাউফ (আত্মশুদ্ধি)।

- ইলমে মাওয়াদি: এটি হলো সেই জ্ঞান, যা ইলমে মাকাসিদ অর্জনের ভিত্তি তৈরি করে। উদাহরণ: আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ (নাহু, সরফ), উসূলে ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি) ইত্যাদি।

গুরুত্ব: ইসলামে দ্বীনি ইলম অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে।

- ফরয হওয়া:

রাসূল (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয।" (ইবনে মাজাহ) এখানে মূলত দ্বীনি ইলমের ফরযিয়াতের কথাই বলা হয়েছে।

- পরকালীন মুক্তি:

দ্বীনি জ্ঞানই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে, পরকালে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দেয় এবং জান্নাতের পথে নিয়ে যায়।

- আল্লহর ভয়:

প্রকৃত দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই বান্দা আল্লহ তা'আলাকে সঠিকভাবে জানতে ও ভয় করতে পারে। আল্লহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয় আল্লহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।"(১)

- মর্যাদা বৃদ্ধি:

আল্লহ তা'আলা ঈমানদার ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বহু গুণে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রেফারেন্সঃ

- ইহয়াউ উলূমিদ-দ্বীন (إحياء علوم الدين):
- কিতাবুল 'ইলম (كتاب العلم)
- উসূলে ফিকহ (أصول الفقه) গ্রন্থাবলী
- (১) সূরা ফাতির, ৩৫:২৮

৫.বান্দার প্রতি আল্লহর প্রথম উপহার

আল্লহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করার তাদেরকে বিভিন্ন রকমের নেয়ামত দান করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও দান এত বিস্তৃত ও সীমাহীন যে, কারো পক্ষে সে সব নেয়ামতের হিসাব করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোনো কোনো নেয়ামত এত মূল্যবান যে, যা হাজার নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং আল্লহ তা'আলাও ওই সব নেয়ামতের কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। বান্দার প্রতি আল্লহ তা'আলার অমূল্য নেয়ামতরাজির অন্যতম হচ্ছে ইলম।

ইলম শুধু মহা নেয়ামতই নয়; বরং বান্দার প্রতি আল্লহ তা'আলার প্রথম উপহার, যা তিনি বান্দা তথা মানুষ সৃষ্টি করার পর তাকে দান করেছিলেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করার আগে ফেরেশতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললে তারা নেতিবাচক পরামর্শ দেন। কিন্তু আল্লহ তা'আলা এর জবাবে বলেন,

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ ﴾]البقرة :٣٠[

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।' {১}

এরপর তিনি আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তাকে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম ইলম শিক্ষা দেন এবং ইলমকেই ফেরেশতাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেন। যেমন পরের আয়াতে আল্লহ বলেন,

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ ﴾]البقرة :٣١[

'আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতপর বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' {২}

মোটকথা, আল্লহ তখন মানুষ সৃষ্টিতে দ্বিমতকারী ফেরেশতাদের সামনে কিছু বিষয় পেশ করেন যার জবাব দিতে তারা ব্যর্থ হন এবং তখন আদম (আ.)-কে সেগুলোর জবাব দিতে বলেন। যেসব বিষয়ে ফেরেশতারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেন সেগুলো আদম (আ.) প্রকাশ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল্লহ তা'আলা এভাবে ফেরেশতাদের সামনে ইলমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং ইলম গ্রহণকারী মানুষকে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সুতরাং বুঝা গেল, নিষ্পাপ ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো ইলম- আল্লহ তা'আলা যা মানুষকে প্রথম উপহার হিসেবে দান করেছেন।

ইলম আল্লহ তা'আলার পক্ষ থেকে শুধু উপহারই নয়; বরং অসামান্য অনুগ্রহও বটে। তিনি কুরআনের বহু স্থানে বান্দার প্রতি তাঁর বিশেষ বিশেষ দান-অনুগ্রহের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আর যে দান ও অনুগ্রহ সবিশেষ মূল্যবান সেটি হচ্ছে ইলম। ইরশাদ হয়েছে-

(طخَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ٤ ﴾ الرحمن :٣، ٤

'মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন।' {৩}

রেফারেন্সঃ

- Taranga Traders

[১].সূরা আল বাকারাহ আয়াত ৩০

[২].সূরা আল বাকারাহ আয়াত ৩১

[৩].সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৩-৪

৬. ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।[১]

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ،

'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'।[২] সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা ক্বলম'। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة 'তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল'।[৩]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[৪] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল,

اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ،

'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও'।[৫]

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন,وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ-

‘অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, ‘হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?’ (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন’ (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. ত্বালূত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী ‘পড়’ : লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য ‘উম্মী’ তথা ‘নিরক্ষর’ নবীকে (জুম‘আ ৬২/২) প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ-
‘পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হ’তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’ (‘আলাক্ব ৯৬/১-৫)।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ’ল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
‘অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর’ (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। এখানে মহান আল্লাহ ‘ঈমান’ ও ‘আমলের’ পূর্বে ইল্ম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ،

‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয’।[৬] ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন,

‘ باب العلم قبل القول والعمل

কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ’। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, ‘আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন।[৭] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘ইলম ছাড়া ঈমান হয় না’।[৮] উল্লেখ্য যে, ফরয ইলম দুই প্রকার। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া।[৯]

(৬)ফরযে আইন : শরী‘আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।[১০] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ’ল- ১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী‘আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু‘আমালাত ও মু‘আশারাতের ইলম।[১১]

ফরযে কিফায়া : কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী‘আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا,

‘আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ’তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়’ (তওবা ৯/১২২)।

(৬) ইলম সকল ইবাদতের মূল : যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।[১২] আর এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ‘আত জানার জন্যও ইল্মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু’টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ’।... আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত

আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইল্ম হ'ল সবকিছুর মূল।[১৩]

(৭) ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ,

'আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ' (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ'ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ'ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ'ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন

،أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ,

'আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে' (আন'আম ৬/১২২)।[১৪]

(৮) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له و مؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف :من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।[১৫]

(৯) ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিক : সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন

،فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَعُ,

‘ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ’ল আল্লাহভীতি’।[১৬]

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ,

‘ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ’ল সংযমশীলতা’।[১৭]

(১০) ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক যরূরী : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন

الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس,

‘মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু’বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ’।[১৮]

(১১) ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ’ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، ‘অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে’।[১৯]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ

হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মীরাছ'।[২০]

(১২) সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম : সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন

العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاقِ،

'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[২১] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী। যেমন-

১। ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাছ।

২। নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়।

৩। সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়।

৪।নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে।

৫। সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না।

৬। সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না।

৭। সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

৮। সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৯। নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে।

১০। সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

(১৩) ইল্ম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার : জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহাদ দুই প্রকার। প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ; দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ। এটা যারা রাসূল (সাঃ)-এর

অনুসারী তাদের সাথে খাছ। এটা নেতাদের জিহাদ'। বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু'টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[২২] এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, 'আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর' (ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)।[২৩]

(১৪) ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন -إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন,من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا 'যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী'।[২৪]

(১৫) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন : মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'।[২৫] আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন

إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم, 'নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে'।[২৬] ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। কেউ আবার

শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ'ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ'।[২৭]

(১৬) ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ 'হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'।[২৮]

(১৭) ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নে'মত : আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে'মত হ'ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন

-وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا,

'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম' (নিসা ৪/১১৩)। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا,،

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। আল্লাহ ইলমের মত নে'মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (ইউসুফ ১২/২২), মূসা (আঃ) (ক্বাছাছ ২৮/১৪), ঈসা (আঃ) (মায়েদাহ ৫/১১০), দাঊদ (আঃ) (ছোয়াদ ৩৮/২০), সোলায়মান (আঃ) (আম্বিয়া ২১/৭৯;নামল ২৭/১৫)।

(১৮) মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ :صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو,

‘আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে’।[২৯]] রাসূল (সাঃ) আরো বলেন

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا, وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ‘মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ’তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ’ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে’।[৩০]

(১৯) রাসূল (সাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু’দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلْهُمْ

‘তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ’লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি’।[৩১]

রেফারেন্সঃ

- মাসিক আল কাউসার
- মাসিক আত-তাহরীক- লিখেছেন মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

[১].তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

[২].তিরমিযী হা/২১৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩।

[৩]. হাকেম হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮।

[৪]. বুখারী হা/১১৩।

[৫]. বুখারী হা/১১২।

[৬]. ইবনে মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে হা/৩৯১৩।

[৭]. কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ- ১০।

[৮]. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১) ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ‘উলামা (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ২৯।
[৯]. ছালেহ আল-উছায়মীন: শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৪১৬।
[১০]. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদিনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/১০২৭ পৃ:।
[১১]. ফাযলুল ইলম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ৩০-৩১।
[১২]. ‘আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া (যুমার ৩৯/২)। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:।
[১৩]. মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪।
[১৪]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ ১/২৩১।
[১৫]. মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ পৃঃ ২।
[১৬]. মুসতাদরাক হাকিম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪২১৪।
[১৭]. ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫।
[১৮]. মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ইলামূল মু‘আক্কেইন ২/২৫৬।
[১৯]. আবু দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২।
[২০]. ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২।
[২১]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, ১৫৬ পৃঃ; ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন ১/১৭-১৮।
[২২]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৯-২২৪। তিনি প্রায় চল্লিশটি দিক উল্লেখ করেছেন।
[২৩]. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম: যাদুল মা‘আদা ৩/৫৮।
[২৪]. https://marj৩y.com/صحة-من-أراد-الدنيا-فعليه-بالعلم-ومن-أرا/
[২৫]. বুখারী হা/৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম হা/২৪৩৬, ২৪৩৯।
[২৬]. ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০।
[২৭]. বুখারী হা/৬১।
[২৮]. তিরমিযী হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৬৯।
[২৯]. মুসলিম হা/৪৩১০।
[৩০]. ইবেন মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০।
[৩১]. বুখারী হা/১৩৫৩।

৭. কুরআন-সুন্নাহ্য ইলম হাসিল করার গুরুত্ব ও ফজিলত

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

.وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

.هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।[২]

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

.يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল।[৩]

সূরা কাহাফে আল্লহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

.هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে।[৪]

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

.رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও।[৫]

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ-

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়।[৬]

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না।[৭]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ .وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ .وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব।[৮]

কুরআনী ওহীতে ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব

কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

.مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

.مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ .صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে।

১. সাদাকায়ে জারিয়াহ (চলমান দান),

২. এমন ইলম (জ্ঞান) যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়,

৩. সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

রেফারেন্সঃ

- মাসিক আল কাউসার - লিখেছেন মাওলানা আহমাদুল্লাহ বিন রুহুল আমীন

[২]. সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

[২]. সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

[৩]. সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

[৪]. সূরা কাহাফ (১৮)
[৫]. সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪
[৬]. সূরা তাওবা (৯) : ১২২
[৭]. তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮
[৮]. আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪
[৯]. সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫
[১০]. সূরা যুমার (৩৯) : ৯
[১১] সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১
[১২] সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭
[১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬
[১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯
[১৫] আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০
[১৬] জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭
[১৭] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯
[১৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১
[১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭
[২০] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

৮. ইলম অর্জনের মর্যাদা

আমাদের মহান ধর্মে ইলমকে এবং ইলমের ধারক বাহকদের অনেক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ইলমের ধারক-বাহকরা নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী। আর আবেদ ও আলেমের মর্যাদার ফারাক আসমান ও যমীনের মতো। কায়স ইবন কাছীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَهُوَ بِدِمَشْقَ فَقَالَ :مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي ؟ فَقَالَ :حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ :مَا جِئْتُ إِلاَّ فِي طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ ؟ قَالَ :فَإِنِّي سَمِعْتُ : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ العِلْمِ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ ، وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ .فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

মদীনা থেকে এক ব্যক্তি দামেশকে আবূ দারদা রাদিআল্লহু আনহুর কাছে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাই, কোন জিনিস এখানে তোমার আগমন ঘটিয়েছে?তিনি বললেন : একটি হাদীস এখানে আমাকে এনেছে, যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। তিনি জানতে চাইলেন : তুমি কি অন্য কোনো প্রয়োজনে আসো নি ?! তিনি বললেন, না।জানতে চাইলেন : তুমি কি বাণিজ্যের জন্যে আসো নি?! উত্তর দিলেন, জী না।তিনি জানালেন, আমি কেবল এ হাদীস শিখতেই আপনার কাছে এসেছি।তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর তালিবুল ইলমকে খুশি করতে ফেরেশতারা তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আসমান ও যমীনের সবাই মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। এমনকি পানির মাছগুলো পর্যন্ত। আর আবেদের ওপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব সকল তারকার ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। নিশ্চয় আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী বানান না। তাঁরা কেবল ইলমের ওয়ারিশ বানান। অতএব যে তা গ্রহণ করে সে পূর্ণ অংশই পায়।’(১)

আর আলেমগণ হলেন বান্দাদের জন্য আল্লহর বিশেষ রক্ষী। কারণ তাঁরা শরীয়তকে ভ্রান্তপন্থীদের বিকৃতি ও অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করেন। আলেমদের জন্য এ এক বিশাল মর্যাদার ব্যাপার। দীনের ব্যাপারে তাঁদের কাছেই ছুটে যেতে হয়। হতে হয় তাঁদেরই শরণাপন্ন। কেননা আল্লহ তা‘আলা অজ্ঞদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ ﴾]النحل :٤٣[

‘সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান’।(২) আর প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মানুষের চিকিৎসক। কেননা দেহের রোগের চেয়ে আত্মার ব্যাধিই বেশি। কারণ, মূর্খতা একটি রোগ আর এই রোগগুলোর ওষুধ হলো এই ইলম। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘ .« فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ »

নিশ্চয় অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো জিজ্ঞাসা।(৩)

রেফারেন্সঃ • Taranga Traders

[১]. তিরমিযী : ২৬৮২
[২]. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৪৩
[৩]. আবূ দাঊদ : ৩৩৬

৯. ইলম অর্জনের মুতাওয়ারাস পদ্ধতি

১.একজন মানুষের ইলম অর্জনের পথ দুটি। এক. মানবকর্তৃক শিক্ষার পথ। দুই. রবকর্তৃক শিক্ষার পথ। প্রথম পথটি সুবিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত। মানবকর্তৃক শিক্ষাদানের পদ্ধতি আবার দুটি। এক. বাহ্যিক—ব্যক্তির কাছ থেকে শেখার মাধ্যমে ইলম অর্জন করা। অপরটি হলো—চিন্তাফিকিরের মাধ্যমে ইলম অর্জন করা"। বলেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ.। (১) রবকর্তৃক শিক্ষার পথটি নবিদের সাথে বিশিষ্ট। সাধারণ মানুষের শিক্ষার মাধ্যম হলো মানবকর্তৃক শিক্ষার পথ। এখন বিবেচ্য বিষয় হলো—ইলম অর্জনের কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত মুতাওয়ারাস পদ্ধতি কোনটি? আমাদের অনুসরণীয় উত্তরসূরি সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালিহিন কোন পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করেছেন?

ইলম অর্জনের কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মুতাওয়ারাস ধারা মৌলিকভাবে সর্বযুগে একটিই। নববি যুগ থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত; আগামী থেকে ভবিষ্যত পর্যন্ত—সর্বযুগে এটিই থাকবে মৌলিক ও সহিহ ধারা হিসেবে। এই মুতাওয়ারাস ধারাটি হলো—কোনো একজন উস্তাদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা। কুরআনে ইলম অর্জনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যে-আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে আয়াতের ভাষ্য হলো—"যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো"। (২) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসকল দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো—শিক্ষাদান। যার ঘোষণা কুরআন দিয়েছে এভাবে—(ইবরাহিম আলাইহিসসালাম দুআ করছেন—) "প্রভু, আপনি তাদের মাঝে প্রেরণ করুন তাঁদের মধ্য থেকে একজন রাসুল; যিনি তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনাবেন আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমত; এবং পরিশুদ্ধ করবেন তাদেরকে..."। (৩) আয়াতে বর্ণিত রাসুল হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; কিতাব হলো কুরআন এবং হিকমত হলো সুন্নাতে নববি। (৪)

তো, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিসসালামের দুআ বিবৃত করার মাধ্যমে নবিজির মোট চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. নাযিলকৃত কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো। দুই. কিতাব শিক্ষা দেওয়া। তিন. হিকমত শিক্ষা দেওয়া। চার. এবং উম্মতকে তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধ করা। কিতাব এবং হিকমত—এদুটিই হলো ইলম। আর এদুটি শেখার মাধ্যম কুরআনে বিবৃত হচ্ছে তা'লিম শব্দে; যার অর্থ—অপরকে শেখানো। একইভাবে হাদিসে নববিতেও স্বয়ং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন এভাবে—"নিঃসন্দেহে আমি প্রেরিত হয়েছি মুআল্লিম (শিক্ষক) হিসেবে"। (৫) যেহেতু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই সাহাবায়ে কেরামকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয় শিক্ষা দিতেন। এমনকি ইস্তেঞ্জা কীভাবে করতে হবে—তাও শিখিয়ে দিতেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছেন—"আমি তোমাদের পিতার মতো, তোমাদেরকে শেখাই..."। (৬)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলোতে ইলম অর্জন ও ইলম শেখানোর ব্যাপারে নির্দেশনা ও ধারাবর্ণনা দিয়ে যে-দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো—তা'লিম ও তাআল্লুম। প্রথমে শব্দদুটির অর্থ জেনে নেওয়া যাক। এক কথায় তা'লিম হলো কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষাদান; আর তাআল্লুম হলো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ। আধুনিক আরবিভাষা অভিধানের রচয়িতা ড. আহমদ মুখতার আব্দুল হামিদ (১৪২৪ হি.) লেখেন—"তা'লিম হলো—ছাত্রদেরকে বিভিন্ন উলুম ও ফুনুন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র পাঠদান করা"। (৭)

আল্লামা মুরতাযা যাবিদি (১২০৫ হি.) রচিত সুবিশাল অভিধানগ্রন্থ তাজুল আরুসে লেখেন—"কতক ভাষাবিদ বলেন, তা'লিম হলো—পাঠের অর্থগ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়া। আর তাআল্লুম হলো ব্যক্তিকর্তৃক সেই নির্দেশনা গ্রহণ করা। (৮) অর্থাৎ, তা'লিম ও তাআল্লুম শব্দদুটো স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিকে ইলম শেখানো বা ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? আরেকটু খোলাসা করা যাক।

ইলম অর্জনের পদ্ধতি কী হবে—এই নির্দেশনা দিতে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাষায় বলছেন এভাবে—"ইন্নামাল ইলমু বিত-তাআল্লুম; অর্থাৎ ইলম অর্জনের একমাত্র পদ্ধতি হলো তাআল্লুম"। (৯) হাদিসে বর্ণিত এই বাক্যটির প্রথম শব্দ হচ্ছে—'ইন্নামা'। আল্লামা ইবনে মানযুর (৭১১ হি.) বলছেন—"ইন্নামার অর্থ হলো এর পরের অংশকে সুসাব্যস্ত করা এবং এছাড়া অন্য সবকিছুকে নাকচ করা"। (১০) মূল শব্দটি 'ইন্না', নিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দ। এর পরে 'মা' যুক্ত হয়ে যখন 'ইন্নামা' হয়—তখন আরবি ব্যাকরণের নীতি অনুযায়ী শব্দটি তার পরের বাক্যের দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের সাথে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে ফেলে। নাহুর ভাষায় যাকে বলে—'হাসর'। (১১) বাংলায় এক শব্দে এর অর্থ হয়—'শুধু, কেবল', এই জাতীয় শব্দ। এখানে বাক্যের প্রথম অংশ ইলম, দ্বিতীয় অংশ তাআল্লুম। অর্থাৎ, তাআল্লুমকে ইলমের সাথে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। তাহলে হাদিসটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে—"তাআল্লুমের দ্বারা যে-ইলম অর্জিত হয়, কেবল সেটাই ইলম"।

এটা গেল বৈয়াকরণিক আলোচনা। এবার হাদিসটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও মান দেখা যাক।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.) রহ. হাদিসটি উল্লেখ করার পর এর ব্যাখ্যায় লেখেন—"হাদিসটির অর্থ হলো—একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইলম সেটাই, যা নবিগণ ও তাঁদের উত্তরসূরিদের থেকে তাআল্লুমের পদ্ধতিতে অর্জন করা হয়েছে"। (১২)

হাদিসটি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে তা'লিক হিসেবে; অর্থাৎ সনদ ছাড়া। ইমাম বুখারি রহ. সহিহ হাদিসগ্রন্থে যেসব হাদিস তা'লিক হিসেবে এনেছেন, সাধারণভাবে সেসবের সর্বনিম্ন মান হলো—হাদিসটি হাসান। অবশ্য খুব সীমিত সংখ্যক হাদিসের ব্যাপারে শাস্ত্রবিদগণ যইফও বলেছেন। উপর্যুক্ত হাদিসটি বুখারিতে তা'লিক হিসেবে এলেও মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে বাযযারে (২৯২ হি.), ইমাম তাবারানির (৩৬০ হি.) আল-মু'জামুল কাবিরে। (১৩) হাফেয ইবনে

হাজার আসকালানি রহ. হাদিসটির মান সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—হাদিসটির সনদ হাসান। (১৪)

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত ইলম অর্জনের যে-পথটির কথা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তা হলো—তাআল্লুম তথা কোনো একজন উস্তাদের সান্নিধ্য থেকে ইলম অর্জন করা।

২. একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে—সাহাবায়ে কেরাম উম্মাহর আদর্শ ও সত্যের মাপকাঠি। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরা শতভাগ আমানতদারির সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের যারা আদর্শ ও অনুসরণীয়, সেই সাহাবায়ে কেরাম ঠিক কীভাবে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছেন?

এই প্রশ্নের জবাব বিশিষ্ট সিরাত ও ইতিহাস গবেষক, মুফাক্কিরে ইসলাম আলি নদভি দিয়েছেন চমৎকারভাবে। আলি মিয়াঁ লিখেছেন—"(নববি যুগে) তা'লিম ছিল বাস্তবমুখী তা'লিম। জিহাদের ময়দানে, জীবনের কর্মব্যস্ততায়, ঘরোয়া ঝামেলায় এবং সফরের বিরতিতে—তা'লিম চলত সর্বক্ষেত্রে। শিক্ষা-উপকরণ তখন নিষ্প্রাণ বইপুস্তক ছিল না; বরং শিক্ষার উপকরণ ছিল প্রাণবন্ত ও স্পন্দিত ব্যক্তিপ্রাণ। যার সান্নিধ্য প্রভাব ফেলত সর্বক্ষেত্রে; সকল প্রয়োজনে থাকত তাঁর দিকনির্দেশনা। ফলে মানুষ সান্নিধ্যের সৌরভে ধর্মের বোধ ও এর মাধ্যম ছাড়াই আমল ও প্রায়োগিক ইলম শিখে ফেলত। ভাষা যেমন শিখতে হয় ভাষাভাষীদের মধ্যে থেকে; সভ্যতা শিখতে হয় সভ্য ও মার্জিত মানুষদের সান্নিধ্যে থেকে—তেমনি স্বভাবসুলভ পন্থায় মানুষ দ্বীনদারদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে দ্বীন শিখত"।

একই প্রবন্ধের পরের পৃষ্ঠায় আলি নদভি আরও স্পষ্ট করে লিখেছেন—"সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন শিখেছেন সুহবত ও খিদমত—সান্নিধ্য ও সেবার মাধ্যমে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নামের পাশে রয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে—তাঁরা দ্বীনের প্রকৃত রূপ-রস ও প্রাণ ধারণ করতে পেরেছিলেন। যেমনটা চমৎকারভাবে চিত্রায়ন করেছেন মহান সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.—'এঁরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরবর্গ; হৃদয় তাঁদের সবার চেয়ে সৎ, ইলম তাঁদের সকলের চেয়ে গভীর, আর কৃত্রিমতা তাঁদের মাঝে সবার চেয়ে কম'।" (১৫)

ইতিহাসও আলি নদভির এই বক্তব্যের শতভাগ সমর্থন করে। হাদিস, সিরাত, তারিখ ও মা'রিফাতুস সাহাবা সংক্রান্ত সকল কিতাব উচ্চকিত কণ্ঠে এই সত্য জানান দেয়। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে একটিমাত্র হাদিসের জন্য জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর সফর। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-জুহানি রা.। বাইআতুল আকাবায় যে সত্তুর জন আনসার সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। অংশগ্রহণ করেছেন উহুদ ও পরবর্তী অনেক জিহাদে। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গেছেন। মধ্যে মিসরে ছিলেন কিছুদিন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. জানতে পেরেছেন, ইবনে উনাইস সিরিয়ায় আছেন। তাঁর কাছে একটি হাদিস আছে, যা তিনি এখনো শুনেননি। জাবের রা. সিদ্ধান্ত

নিলেন—একটিমাত্র হাদিসের জন্য সফর করবেন। ক্রয় করলেন সওয়ারি। এক মাস রিহলাহ করে পৌঁছলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের কাছে। (১৬)

৩. কেবল সাহাবায়ে কেরাম নন, সালাফে সালিহিনের মাঝেও ইলম অর্জনের যে-ধারাটি চলমান ছিল তা হলো—উস্তাদের সাহচর্যে ইলম অর্জন করা। উস্তাদের সাহচর্য লাভের জন্য সে-যুগে রিহলাহ ছিল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। কে কতটি দেশে রিহলাহ করেছে, কতজন শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছে—ব্যক্তির ইলমি অবস্থান নির্ণয়ের এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। যার রিহলাহ যত কম, যে যত কম শায়খের সাহচর্য লাভ করেছে, ইলমি বিবেচনায় তার অবস্থান হতো অন্যদের চেয়ে তত নিচে। তারিখ ও রিজালের কিতাবাদি সালাফে সালিহিনের রিহলাহর বর্ণনায় ভরপুর। এমন একজন ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার জীবনে একাধিক রিহলাহর ঘটনা নেই। খোদ এই রিহলাহ নিয়ে খতিব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) স্বতন্ত্র কিতাবই রচনা করে ফেলেছেন। নাম দিয়েছেন—আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস। একটিমাত্র হাদিসের জন্য বিরাট-বিরাট রিহলাহ ছিল তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার।

তেমনই এক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন আবু দারদা রা.-এর শাগরিদ কাসির ইবনে কায়স রহ.। তিনি বলছেন—

“একবার আবু দারদা রা.-এর সাথে দামেশকের মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বলল, ‘হে আবু দারদা, আমি মদিনাতুর রাসুল থেকে এসেছি; একটি হাদিসের অন্বেষণে। জানতে পেরেছি আপনি সেই হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন’।

—‘অন্য কোনো প্রয়োজনে আসোনি’? আবু দারদা অবাক হয়ে জানতে চান।

—‘না’। জবাব দেয় লোকটি।

—‘ব্যবসার কাজেও আসোনি’? সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করেন।

—‘না’। শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় আগন্তুক।

—‘কেবল এই হাদিসটির জন্যই এসেছ’? আরও অবাক হন আবু দারদা।

—‘জি’। দৃপ্ত কণ্ঠ হাদিস অন্বেষীর।

আবু দারদা রা. বললেন—‘তাহলে শোনো; আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, সে এর মাধ্যমে মূলত জান্নাতের একটি পথ অবলম্বন করে। আর ফেরেশতারা তো তালিবেইলমের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেয়। পূর্ণিমা রাতে অন্যসব নক্ষত্রের ওপর চাঁদের যেমন অবস্থান, নিশ্চিতভাবে সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর একজন আলিমের মর্যাদা ও অবস্থান অনুরূপ। আর আলিমের জন্য ক্ষমার দুআ করতে থাকে আসমান-যমিনে থাকা সবাই এবং সবকিছু; এমনকি সমদ্রের গহিনের মাছও। নিশ্চিত থেকো, আলিমগণ হলেন নবিগণের উত্তরসূরি। নবিগণ উত্তরাধিকার রূপে পয়সা-কড়ি রেখে যান না; তাঁরা রেখে যান ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করবে সে যেন পূর্ণরূপে অর্জন করে”। (১৭)

এ তো কেবল দুয়েকটি ঘটনা। এমনতর হাজারও ঘটনা সালাফের জীবনীতে বিদ্যমান। উপরোক্ত কথাগুলো সামনে রেখে যে-বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠছে তা হলো—শুধু খায়রুল কুরুন নয়; বরং আজ অবধি ইলম অর্জনের মুতাওয়ারাস ধারা একটিই—সুহবত ও খিদমত; সান্নিধ্য ও সেবা। সুতরাং ইলম অর্জন করতে হলে আলিমের কাছে যেতে হবেই; এর বিকল্প নেই। বইপুস্তক কিংবা প্রাণহীন জড় কিতাবাদি কখনো এর বিকল্প হতে পারে না।

এই কথাটি আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন বিশিষ্ট গবেষক আলিমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। তিনি লিখেছেন—"দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল, সুন্নাতের অনুসারী সহীহ আকীদাসম্পন্ন বুযুর্গ ও আলেমে দ্বীনের সোহবত ও নেগরানি (তত্ত্বাবধান ও সাহচর্য অবলম্বন)। দ্বীন শেখার এবং ইলমে দ্বীন হাসিল করার এটাই স্বভাবজাত পথ। ইসলামের শুরু যুগ থেকে এ পর্যন্ত দ্বীন শেখার এ রীতিই চলে আসছে। এর কোনো বিকল্প নেই। বিকল্প থাকা সম্ভবও নয়। তবে এ পন্থা অবলম্বনের পাশাপাশি সহায়ক একটি পন্থা আছে। তা হল, দ্বীনী গ্রন্থ পাঠ করা"। (১৮)

গাযালি রহ. তা'লিম ও তাআল্লুমের একটি চমৎকার প্রতীকী চিত্র বর্ণনা করেছেন। গাযালি বলছেন—

"জমিতে যেমন বীজ রোপিত থাকে, গহিন সমুদ্র কিংবা খনি-গহ্বরে থাকে মুক্তোদানা, তেমনি মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষের মাঝে ইলম অর্জনের প্রতিভা বিদ্যমান। তাআল্লুম হলো—সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে চাওয়া; আর তা'লিম হলো—সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটানো। এজন্য মুতাআল্লিম (ছাত্র) তার মুআল্লিমের সাদৃশ্য অবলম্বন করে নৈকট্য অর্জন করে। সাদৃশ্যের বিচারে সেই আলিম হলেন চাষী, তার শিক্ষার্থী হলো জমি, শিক্ষার্থীর অন্তরে সুপ্ত প্রতিভা হলো বীজ; আর যতটুকু ইলম সে বাস্তবে অর্জন করেছে তা হলো উদ্ভিদ। ছাত্রের প্রতিভার স্ফুরণ যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন সে হয়ে যাবে ফলবান বৃক্ষ"। (১৯)

৪. একথা সুবিদিত যে, ইলম অর্জনের এই ধারা আজ অবধি চলমান। এই ধারা শুধু উম্মতে মুহাম্মদির তাওয়ারুস বা উত্তরাধিকার নয়; বরং নবিদের থেকে চলে আসা উত্তরাধিকার। মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা আলি নদভি একথাই বলছেন—"কিতাব ও পুস্তক ব্যতীত ব্যক্তির কাছ থেকে ইলম শেখা হলো নবিদের অনুসৃত পদ্ধতি। বিশেষ করে সাইয়িদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এক কিতাব থেকে অন্য কিতাবে ইলম স্থানান্তর নবিজির শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না। বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন রবের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করে প্রথমে হৃদয়ফলকে লিপিবদ্ধ করতেন। তারপর অন্যদেরকে সেই ইলম শেখাতেন। এই পদ্ধতিতে লাখ-লাখ মানুষ খুব অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় ইলম শিখে নিতে পারত। প্রায় সময় আক্ষরিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আমল ও তাছিরের ক্ষেত্রে যেসব অসম্পূর্ণতার মুখোমুখি হতে হতো, এই পদ্ধতি তা থেকে মুক্ত ছিল"। (২০)

মোটামুটি একশো হিজরি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক গ্রন্থ রচনার কোনো ব্যাপার ছিল না। ১৫০ হিজরির পূর্বে ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ. (১৫০ হি.) (তর্কসাপেক্ষে) সর্বপ্রথম সুবিন্যস্ত আকারে গ্রন্থ

রচনা করেন—কিতাবুল আসার। (২১) কাছাকাছি সময়ে মক্কায় ইবনে জুরাইজ (১৫০ হি.) ও শামে আওযায়ি (১৫৭ হি.), কুফায় সুফিয়ান সাওরি (১৬১ হি.), এবং বসরায় হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (১৬৭ হি.) সহ বেশ কয়েকজন ইমাম গ্রন্থ রচনা করেন। সুয়ুতি রহ. এককভাবে ইমাম আ'যমকে প্রথম সুবিন্যস্ত গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব দিলেও অন্য অনেকে এলাকাভিত্তিক প্রথম রচয়িতা হিসেবে একাধিক গ্রন্থকারকে এই কৃতিত্ব দেন। (২২) দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রন্থ রচিত হলেও গ্রন্থ কেবল ছিল সামনে রাখার জন্য। গ্রন্থ কখনো ইলম অর্জনের মূল মাধ্যম ছিল না। মূল ইলম অর্জন হতো সরাসরি দরসে। কিতাব সামনে থাকত কেবল ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য। হয়ত ছাত্র পড়তেন আর উস্তাদ ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করে দিতেন; অথবা উস্তাদ পড়তেন আর ছাত্ররা কিতাবে মিলিয়ে নিয়ে দেখতেন—তার অনুলিপি ঠিক আছে কি না।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইলম অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো ছিল না। এর আগ পর্যন্ত ইলম অর্জনের মাধ্যম ছিল বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন শায়খের সান্নিধ্যে অবস্থান করা। কেউ-কেউ মসজিদে সাপ্তাহিক দরস দিতেন বটে। তবে সেটা কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের তত্ত্বাবধানে ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় মন্ত্রী নিযামুল মুলক খাজা হাসান তুসি মুসলমানদের ইলম অর্জনের সুবিধার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোস্বরূপ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন এলাকায় জামিয়া নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন বটে; কিন্তু শিক্ষার ধারা সেই মুতাওয়ারাস ধারাই ছিল। ছাত্ররা উস্তাদদের কাছ থেকে ইলম শিখতেন। এর আগে মিসরে ফাতেমি শাসনের ছত্রছায়ায় জামিয়া আযহার প্রতিষ্ঠিত হলেও সেটি মূলত শিয়াদের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছিল বলে একে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় গণ্য করা যায় না। (২৩)

মোটকথা, কিতাব রচনার যতই উন্নয়ন ও জোয়ার ঘটুক না কেন, কিতাবের ইলম সহিহভাবে অর্জনের জন্যই রিজালের প্রয়োজন হয়েছে। এখানে অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট আলিম আবু ইসহাক শাতিবির (৭৯০ হি.) কথাগুলো সামনে রাখা জরুরি। তিনি লিখেছেন—"ইলম প্রাথমিকভাবে দুই প্রকার। এক. অতীব জরুরি; যা জন্মগতভাবেই মানুষ জানে। উদাহরণস্বরূপ—জন্মগতভাবেই একটি বাচ্চা এই জ্ঞান নিয়ে জন্মায় যে, খিদে পেলে তাকে কাঁদতে হবে। দুই. তা'লিমের মাধ্যমে যে-ইলম অর্জন করতে হয়। যে ইলম অর্জনের জন্য ভাবনা ও চিন্তার দরকার হয়, সে ইলমের জন্য অবশ্যই একজন মুআল্লিম প্রয়োজন। কেউ-কেউ মতবিরোধ করে—মুআল্লিম ছাড়া আদতে ইলম অর্জন করা সম্ভব, নাকি অসম্ভব? সম্ভাব্যতা মেনে নেওয়া যায় বটে; কিন্তু সাধারণ বাস্তবতা হলো—মুআল্লিম ছাড়া কোনো গতি নেই। সামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।...শিক্ষক যে অপরিহার্য—এটা বোঝার জন্য যুগ-যুগ ধরে চলে আসা শিক্ষাপদ্ধতিই যথেষ্ট। তাছাড়া আলিমগণ তো বলেছেন—'ইলম এককালে ছিল রিজালের অন্তরে; পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কিতাবের পাতায়। তবে কিতাব খোলার চাবি রয়ে গেছে রিজালের হাতে'। (২৪)

ইমাম শাতিবি তাঁর সমকালীন ও পুর্ববর্তী আলিমদের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে গিয়ে যে-শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হলো—"ওয়াকাদ কালু..."; এর বাংলা করা হয়েছে 'আলিমগণ তো বলেছেন'। "ওয়াকাদ কালু" বলার স্বাভাবিক ধারা থেকে বোঝা যায়—তাঁর সমকালে আলিমদের এই কথা সকলের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল। যার ফলে আলাদা করে এই বক্তব্য কারও দিকে সম্পৃক্ত করে বলতে হয়নি। তার মানে বোঝা যাচ্ছে—অষ্টম শতাব্দীতেও এই কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, কিতাবে ইলম লিপিবদ্ধ হয়ে গেলেও এর চাবিকাঠি ব্যক্তির কাছেই রয়ে গেছে।

এখানে সহিহ বুখারির একটি হাদিস উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ইলম কীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে—এর বিবরণ দিতে গিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন : "নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের থেকে ইলম এক দফায় ছিনিয়ে নিয়ে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদেরকে তুলে নেবার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে একজন আলিমকেও যখন অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খ লোকদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা না জেনে ফতোয়া দিবে। তখন এরা নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে; অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করবে"। (২৫)

অর্থাৎ, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার থাকলেও আলিমদেরকে যখন উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন ব্যক্তির সাথে ইলমও দাফন হয়ে যাবে। এভাবেই একদিন পৃথিবী ইলমশূন্য হয়ে পড়বে।

৫. এখন স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়ায়—তাহলে কিতাব-পুস্তক ও গ্রন্থের কাজ কী? কিতাবের কাজ হলো—ইলমকে লিপিবদ্ধ আকারে সংরক্ষণ করা এবং কিতাবে সংরক্ষিত ইলম যেন সহিহভাবে হৃদয়ে সংরক্ষণ, আত্মস্থকরণ ও আমল করা সম্ভব হয়—এজন্য রিজালের সুহবত ও তা'লিমের মাধ্যমে তা অধ্যয়ন করা। এককথায়, কিতাব বা গ্রন্থ হলো ইলম অর্জনের সহায়ক মাধ্যম। মৌলিক ও স্বতন্ত্র কোনো পন্থা নয়। যেমনটা পূর্বে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ।

এই প্রশ্নের উত্তর আলি মিয়াঁ আরও সুন্দর করে দিয়েছেন। মুসলমানদের সার্বিক তা'লিম-তরবিয়ত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুতাওয়ারাস ধারাটি আলোচনা করার পর আলি মিয়াঁ লিখেছেন—"কিতাব তো মূলত ভুল-শুদ্ধ জানার মানদণ্ড। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যেমনটা বলেছেন—'কেউ যদি কাউকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চায়, তাহলে যেন এমন কাউকে আদর্শ বানায়, যিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফিতনার ব্যাপারে নিরাপদ নয়'। তো, কিতাব হলো সালাফে সালিহিনকে অনুসরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু কিতাব, ইলমি পুস্তিকা; ইলমি ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক ব্যতীত এসবের ফায়দা অর্জিত হয় না। সুতরাং ইলমি ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক হলো প্রকৃতপক্ষে কিতাব থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করার মাধ্যম"। (২৬)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে—ইলমের সাথে সম্পর্ক নেই কিংবা দ্বীনদারির সাথে নতুন পরিচিত হয়েছেন এমন কিছু ভাই; অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের কিছু অপরিণামদর্শী আলিমও এমনটা মনে করেন যে—প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে মুতাওয়ারাস ধারাটির আর দরকার নেই।

ইলম আজ অতি সহজলভ্য। গোটাকয়েক আর্টিকেল আর ডজনকয়েক হাদিসগ্রন্থ মুতালাআ করে নিলেই গবেষক বনে যাওয়া যাবে। ইলমের সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং ইলমের মুতাওয়ারাস ধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন—এমন ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত ও ব্যথিত হন এইসব কথায়। বর্তমান ফিতনার যুগে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী জেনারেল ভাইদের শ্রেণিটিকে নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর মানসিক টানাপোড়নের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার পিছনে কিছু ভাইদের এই মানসিকতা অনেকাংশে দায়ী। রিজালের সাথে সম্পর্ক বাদ দিয়ে বিভিন্নধর্মী বই ও দ্বীনী পুস্তক পড়ে দ্বীন ও ইলমে দ্বীন সম্পর্কে জানার প্রবণতা ও গবেষক বনে যাবার বাসনা খুবই ভয়ংকর ও আত্মঘাতী চিন্তা।

এই কর্মপন্থাকে স্পষ্ট ভুল আখ্যায়িত করে মুফাক্কিরে ইসলাম আলি নদভি আক্ষেপ করে লিখছেন—"কিন্তু দুঃখজনক যে-ভুলটি ঘটেছে তা হলো—মানুষজন ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে কিতাবের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বসে আছে। বইপুস্তককে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে তুষ্টিতে ভুগছে। এতে ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তা হলো—দ্বীন শেখা একটি কঠিন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইলম শেখার পরিধি হয়ে গেছে অত্যন্ত সীমিত। দ্বীনের ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে পেশাজীবী ও কর্মব্যস্ত মানুষজন; তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। দ্বীন শেখার সুযোগ হচ্ছে কেবল উম্মাহর গুটিকতক মানুষের; যারা ইলমের জন্য নিজেদেরকে জীবন থেকে ফারেগ করতে পেরেছে। ফলে, ইলম ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির মাঝে সীমিত হয়ে পড়েছে। আর উম্মাহর অধিকাংশ মানুষ ডুবে রয়েছে অজ্ঞতা ও হতাশায়..."। (২৭)

এটি অত্যন্ত আশার কথা যে—জেনারেল ভাইদের মধ্যে ইসলামি চিন্তাচেতনা ও বোধের জাগরণ ঘটছে। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ বাড়ছে। কিন্তু এই আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে যদি যথাযথভাবে দ্বীন শেখার পথে ব্যবহার না করা যায়, তাহলে –আল্লাহ মাফ করুন- হিতে বিপরীত হতে পারে। উপমহাদেশের মুফতিয়ে আ'যম মুফতি শফি রহ. অত্যন্ত দরদের সাথে এই চিন্তার গোঁড়ায় হাত দিয়ে সতর্ক করেছেন।

পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে বলেন—"প্রথম দুর্বলতা চিন্তাগত। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ভাইদের মধ্যে ইসলাম ও ইসলামিয়াত সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কিছু ভুলের কারণে তাঁদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়ে যায় বেশি এবং হেদায়েতের পরিবর্তে সূচনা হয় ফিতনার। একটি ভুল এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো—জগতের কোনো বিদ্যা কি শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা অর্জিত হয়? এমন একটি দৃষ্টান্তও কি দেখানো যাবে যে, শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়নের দ্বারা কেউ কোনো শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে? তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর ইলম কীভাবে এত তুচ্ছ হয়ে গেল যে, কিছু বইপত্র পড়েই এ বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ার আশা করি? আমরা যদি সত্যিই কুরআনের ইলম অর্জনে আগ্রহী হই তাহলে শুধু নিজস্ব পড়াশোনা দ্বারা নয়; বরং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী শিখতে হবে এবং নিজস্ব ধারণার ওপর তাঁদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে"। (২৮)

সারকথা এই যে, শুধু কিতাবের ওপর নির্ভর করে দ্বীন শেখা ও ইলম অর্জনের সুযোগ নেই। বরং রিজালের সুহবতে কিতাবের সাহায্যে ইলম ও দ্বীন শিখতে হবে।

বই বা কিতাব অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও আছে বেশকিছু শর্ত। তার কিছু উল্লেখ করেছেন আল্লামা আবু ইসহাক শাতিবি, আর কিছু উল্লেখ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। শর্তগুলো দিয়ে লেখা শেষ করছি।

ইমাম শাতিবি লিখেছেন—"কিতাব পাঠও ইলমের জন্য উপকারী। তবে দুটি শর্তে। এক. কাঙ্ক্ষিত ওই শাস্ত্রের মাকাসেদের 'ফাহম' তথা বুঝ অর্জন করা, সেই শাস্ত্রের শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষা জ্ঞাত হওয়া; যাতে করে কিতাব পড়ে বুঝতে পারে। আর এটা অর্জন করতে হয় আলিমদের যবান থেকে সরাসরি বা এইরকম কোনো পদ্ধতিতে। এটাই পূর্বোক্ত কথাটির মর্ম—'ইলম এককালে ছিল রিজালের অন্তরে; পরে তা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে কিতাবের পাতায়। তবে কিতাব খোলার চাবি রয়ে গেছে রিজালের হাতে'। কোনো আলিম উন্মোচন করে না দিলে কিতাব এককভাবে কোনো ছাত্রের সামান্যতম উপকার করতে পারে না। দ্বিতীয় শর্তটি হলো—উদ্দিষ্ট শাস্ত্রবিদগণের মধ্য থেকে মুতাকাদ্দিমিনের কিতাব অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ, পরবর্তীদের তুলনায় পূর্ববর্তীরা ইলমের অধিক নিকটবর্তী"। (২৯)

একটি কিতাব কীভাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? এর মূলনীতি বলে দিয়েছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ। এক্ষেত্রে মুহতারামের কথাগুলো সামনে রাখা অতীব জরুরি। তিনি লিখেছেন—"স্পষ্টতই, দ্বীনী কিতাব নামে কেউ কোনো কিতাব লিখলেই তা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে—ব্যাপারটি এমন নয়। কোনো কিতাব নির্ভরযোগ্য ও পাঠকের উপযোগী হওয়ার জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত রয়েছে—১. গ্রন্থকার বা সংকলক সুন্নতের অনুসারী ও সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া। যে লোক আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাতের 'মুতাওয়ারাছ আকীদা'(৩০) ও 'মুতাওয়ারাছ ফিকর'(৩১) থেকে সরে গিয়ে 'শুযূয' (বিচ্ছিন্ন মত) অবলম্বন করেছে কিংবা যে লোক শরীয়তের পাবন্দ নয় তার রচিত বই সাধারণ পাঠকের পাঠযোগ্য নয়।

২. গ্রন্থে উল্লেখকৃত বিষয়াদি সামষ্টিক বিচারে ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া। মানবরচিত কোনো গ্রন্থে কোন ধরনের ভুলত্রুটিই থাকবে না—এটা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই কোনো গ্রন্থ পাঠের ব্যাপারে এই শর্তারোপ করা যায় না যে, তাতে কোন ভুলত্রুটি থাকতে পারবে না।... এ কারণে এ ক্ষেত্রে শরয়ী উসূল হল, লেখক যদি শরীয়তের পাবন্দ ও সহীহ আকীদার অধিকারী হন, লেখায় কোনো 'ফিকরী শুযূয' (বিচ্ছিন্ন চিন্তা-চেতনা ও মতবাদ) অবলম্বন না করে থাকেন এবং তার গ্রন্থটি সামষ্টিক বিচারে সহীহ ও সঠিক হয় অর্থাৎ সে গ্রন্থের মৌলিক বার্তা সঠিক হয়, তাতে বড় ধরনের ভুলত্রুটি খুব বেশি পরিমাণে না থাকে তাহলে সে গ্রন্থকে নির্ভর করার মত গ্রন্থ গণ্য করা হবে। এ গ্রন্থ পড়তে মানুষকে নিষেধ করা হবে না। তবে সে গ্রন্থের নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা বা নির্দিষ্ট কোনো মত সম্পর্কে যদি প্রমাণিত হয় যে, তা ইনসাফের অধিকারী এবং সব বিষয়ে সঠিক ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী জুমহূর (অধিকাংশ) আহলে ইলমের মতে

মুনকার(৩২) ও গলদ, তাহলে সেই রেওয়ায়েত বা সেই মত অবলম্বন করা ঠিক হবে না। গ্রন্থ নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে যেমন এই মুনকার রেওয়ায়েত বা মত গ্রহণ করা ঠিক হবে না, তেমনি এ কারণে গ্রন্থ একেবারে বর্জন করাও ঠিক হবে না। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শরয়ী মূলনীতি"। (৩৩)

সুতরাং দ্বীন ও ইলমে দ্বীন শেখার মুতাওয়ারাস ও মৌলিক পন্থাটির সহায়ক পন্থা হলো কিতাব ও দ্বীনী গ্রন্থ পাঠ করা। তবে তাও হতে হবে উপরোক্ত শর্তাবলির বিচারে উত্তীর্ণ। নয়ত তা হতে পারে ফিতনার কারণ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং সহিহ ও মুতাওয়ারাস পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করার তাওফিক দান করুন।

রেফারেন্সঃ লিখছেন মাহমুদ সিদ্দিকী

[১]. মাজমু'আতু রাসাইলিল ইমাম গাযালি, ইলম-অর্জনের পদ্ধতির আলোচনা, পৃষ্ঠা-২৩০; দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.

[২]. সুরা নাহল, আয়াত-৪৩

[৪]. সুরা বাকারা, আয়াত-১২৯

[৪]. তাফসিরে তাবারি ৩/৮৩-৮৬, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪২০ হি.

[৫]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৯; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং-২৪৫৮

[৬]. সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং-১৪৩১, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.

[৭]. মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাতিল মুআছিরাহ, ২/১৫৪২, আলামুল কুতুব, প্রথম সংস্করণ ১৪২৯ হি

[৮]. তাজুল আরুস, মুরতাযা যাবিদি, ৩৩/১২৮, দারুল হিদায়াহ

[৯]. বুখারি, পৃষ্ঠা-১৮, দার ইবনে হাযম, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩০ হি.

[১০] লিসানুল আরব, ইবনে মানযুর, ১/২৪৪, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ

[১১] মাউসুআতুন নাহবি ওয়াস-সারফি ওয়াল-ই'রাব, ড. আমিল বাদি' ইয়াকুব, পৃষ্ঠা-১৬৮

[১২] ফাতহুল বারি ১/১৬১, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, সংস্করণ—১৩৭৯ হি.

[১৩] মুসনাদে বাযযার ৫/৪২৩, হাদিস নং-২০৫৫; মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম, প্রথম সংস্করণ। আল-মু'জামুল কাবির ১৯/৩৯৫, হাদিস নং-৯২৯; মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ

[১৪] ফাতহুল বারি ১/১৬১, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, সংস্করণ—১৩৭৯ হি.

[১৫] আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১-১৩২, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.

[১৬] সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা-২০; দার ইবনে হাযম, কায়রো। হুসনুল মুহাযারা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরা, সুয়ুতি, ১/১৫৭; আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, মিসর। আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস, বাগদাদি, পৃষ্ঠা-১১০, তাহকিক—নুরুদ্দিন ইতর

[১৭] আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস; খতিব বাগদাদি ৪৬৩হি.; পৃষ্ঠা-৭৮; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫ হি.। শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ ঘটনাসমেত হাদিসটি বর্ণিত আছে—সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৬৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-২২৩

[১৮] মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ রচিত 'এসব হাদীস নয়-২'-এর শুরুতে লিখিত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৬, প্রথম সংস্করণ ১৪৩৮ হি.

[১৯] মাজমু'আতু রাসাইলিল ইমাম গাযালি, ইলম-অর্জনের পদ্ধতির আলোচনা, পৃষ্ঠা-২৩০; দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি.

[২০] আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.

[২১] তাবয়িযুস সাহিফা, পৃষ্ঠা-১২৯, হাফেয সুয়ুতি, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান, সংস্করণ—১৪১১ হি

[২২] আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা লিবায়ানি মাশহুরি কুতুবিস সুন্নাতিল মুশাররাফাহ, পৃষ্ঠা-৭, মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল-কাত্তানি, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, অষ্টম সংস্করণ, ১৪৩০ হি.

[২৩] সুলতান আলপ আরসালান, ইমরান রাইহান, দারুল ওয়াফা, প্রথম সংস্করণ, একুশে বইমেলা-২০২০

[২৪] আল-মুওয়াফাকাত ১/৬৪, ইমাম শাতিবি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.। ঈষৎ সংক্ষেপিত।

[২৫] সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১০০

[২৬] আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩১, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.

[২৭] আবহাসুন হাওলাত-তা'লিম ওয়াত-তারবিয়াহ; আবুল হাসান আলি নদভি, মাকালা—তা'লিমুল মুসলিমিনা ওয়াতারবিয়াতুহুমুল আম্মাহ, পৃষ্ঠা-১৩২, দার ইবনে কাসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩৩ হি.

[২৮] তালিবানে ইলম : পথ ও পাথেয়, পৃষ্ঠা-২৫৮, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ; কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের প্রতি—মুফতি শফি রহ.; মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৩ হিজরি

[২৯] আল-মুওয়াফাকাত ১/৬৮, ইমাম শাতিবি; দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.

[৩০] "যুগ পরম্পরায় চলে আসা দলিলসিদ্ধ ও স্বীকৃত ইসলামী আকীদা"।

[৩১] "দ্বীনের সেই মৌলিক বোধ ও রুচি-প্রকৃতি, যা যুগ পরম্পরায় দ্বীনের ধারক-বাহকদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছেছে"।

[৩২] "এখানে মুনকার দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাস্ত্রীয় বিচারে তার 'নাকারাত' এত বেশি যে, তাকে 'মাতরূহ' বা 'মওযূ'-এর কাতারে ফেলতে হয়"।

[৩৩] মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ রচিত 'এসব হাদীস নয়-২'-এর শুরুতে লিখিত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহর ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১৬-১৭, প্রথম সংস্করণ ১৪৩৮ হি.

১০. ইলম অর্জনের আদবসমূহ

ইলম হলো নূর। নবীগণের মিরাস। এই নূর আল্লহ সুবহানাহু তা'আলা যাকে তাকে এমনি এমনি দান করে দেন না। মহামূল্যবান ইলম অর্জনের বেশকিছু আদব আছে যা একজন তালিবে ইলমেকে কঠোরভাবে রক্ষা করতে হয়। এই ক্ষেত্রে ছোটখাটো বিচ্যুতিও ইলম অর্জনের পথ থেকে মাহরুমীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইলমের আদবগুলো নিম্নরূপঃ

১.নিয়ত বিশুদ্ধ করা: সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزّ وَجَلّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنّارَ النّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লহ তাআলার পরিচয়

পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ,ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

২.মেহনত করা: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

.إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

.بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

৩. ধৈর্যধারণ করা: নিঃসন্দেহে ইলম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বিষয়। পরিশ্রমের সিঁড়ি না পেরিয়ে উচ্চ শিখরে পৌঁছা যায় না। কবি আবু তাম্মাম নিজেকে সম্বোধন করে বলেন: ছেড়ে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছতে চাই, সাধারণতঃ যেথায় পৌঁছা যায় না। কঠিন শিখরে পৌঁছতে হয় কাঠিন্য পার হয়ে, সহজ স্তরে পৌঁছা যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শিখরের নাগাল পেতে চাও? মধু খেতে হলে মধুকরের হুলে বিদ্ধ হতে হয়।

অন্য এক কবি বলেন:

তুমি বৃদ্ধের গতিতে মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যেরা কষ্টের চূড়ান্তে পৌঁছে লুঙ্গি ফেলে রেখে ছুটে চলছে। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠিন পরিশ্রম করে তাদের অধিকাংশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালিয়ে যায় ও ধৈর্য রাখে। তুমি মর্যাদায় পৌঁছাকে খেজুর খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি তিতা ঔষুধ চেটে খাওয়া ব্যতীত মর্যাদার সীমানায় পৌঁছতে পারবে না।

সুতরাং ধৈর্য ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জিহাদের সবর হয় সামান্য কিছু সময়ের জন্য; কিন্তু তালিবুল ইল্মকে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হয়। আল্লহ্ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লহ্ ভীতি অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০]

৪.ইলম অনুযায়ী আমল করা: আমল হচ্ছে- ইলমের ফলাফল। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত; আল্লহ কুরআনে যাদের ক্ষেত্রে সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন: "যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টা কত নিকৃষ্ট। আল্লহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"[সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫]

আর যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত। যাদেরকে সূরা ফাতিহাতে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.আল্লহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভুতি লালন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লহ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটা মনে জাগ্রত রাখা উচিত। ভয় ও আশা এ দুয়ের মাঝে আপনি আপনার রবের দিকে আগাচ্ছেন। একজন মুমিনের জন্য এ দুটো গুণ পাখির

দুই ডানার তুল্য। পরিপূর্ণভাবে আল্লহ অভিমুখী হোন; যাতে করে আপনার অন্তর আল্লহর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠে, আপনার জিহ্বা যিকিরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। আল্লহর বিধান ও গূঢ় রহস্যগুলো জেনে আনন্দ-খুশি-উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। প্রত্যেক সিজদাতে গিয়ে আল্লহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন যেন আল্লহ আপনার জন্য ইলমের দ্বার খুলে দেন, আপনাকে উপকারী ইলম দান করেন। নিশ্চয় আপনি যদি আল্লহর সাথে বিশ্বস্ত হন আল্লহ্ আপনাকে তাওফিক দিবেন, আপনাকে রাব্বানী আলেমদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন।

৬.সময়ের সদ্ব্যবহার করা: ওহে বুদ্ধিমান, আপনার যৌবনকে, জীবনকালকে ইলম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগান। এই তো করব, আগামীতে করব এ ধরণের ধোকা যেন আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। আপনার জীবন থেকে যে ঘণ্টাটি চলে যাচ্ছে সেটার কোন প্রতিস্থাপন নেই, সেটার কোন বদলি নেই। আপনার পারিপার্শ্বিক ব্যস্ততা, লক্ষ্যপানের পথে প্রতিবন্ধকতা, সর্বোচ্চ পরিশ্রম ও উদ্দীপনা বিনিয়োগের রাস্তায় বাধা-বিপত্তি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। কেননা এ বাধাগুলো হচ্ছে- যাত্রাপথের দস্যুর মত। এ কারণে সলফে সালেহীন পরিবার থেকে দূরে ও স্বদেশ ত্যাগ করে ইলম হাছিল করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কেননা চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সেটা গূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লহ তাআলা একজন লোকের অন্তরে দুটো অন্তর রাখেননি। আরও বলা হয় আপনি যদি ইলমকে আপনার পুরাটুকু না দেন ইলম আপনাকে সামান্যটুকুও দিবে না।

৭.সতর্কতা অবলম্বন করা: ইলম অর্জনের সূচনালগ্নে আপনি আলেমদের মতভেদ কিংবা সাধারণ মানুষের মতভেদের পেছনে পড়বেন না। কারণ এটি স্মৃতিকে হয়রান করে ফেলে, বিবেক-বুদ্ধিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। নানাবিধ কিতাবপুস্তক থেকেও আপনি সতর্ক থাকবেন। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যে কিতাব পড়ছেন বা যে বিষয়টি পড়ছেন সেটাকে আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কিতাব থেকে আরেক কিতাবে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকবেন। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যে কিতাব পড়ছেন বা যে বিষয়টি পড়ছেন সেটাকে আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কিতাব থেকে আরেক কিতাবে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এটি অস্বস্তি ও বিফলতার আলামত। আপনার উচিত প্রত্যেক শাস্ত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া, এরপর এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া।

৮. ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জন করা: ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ :مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

.لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

.نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي الدِّينِ

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

৯.পাকাপোক্তভাবে মুখস্ত করা: আপনি যা মুখস্ত করতে চান সেটা কোন শাইখের তত্ত্বাবধানে কিংবা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে সুনিপুনভাবে শুদ্ধ করে নিতে সচেষ্ট হোন; এরপর পোক্তভাবে মুখস্ত করুন। এরপর দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ে বারবার আওড়াতে থাকুন যাতে করে আপনি যা মুখস্ত করেছেন তা ভুলে না যান।

১০.কিতাব অধ্যয়ন: আপনি ছোট ছোট পুস্তিকাগুলো মুখস্ত করা, এগুলোর ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা এবং এগুলোর মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা ও ফায়েদা রয়েছে সেগুলো রপ্ত করার পর আপনি বড় কলেবরের কিতাবপত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবেন। সার্বক্ষণিক পড়াশুনায় থাকবেন। যখনই কোন মূল্যবান ফায়েদা, সূক্ষ্ম মাসয়ালা, বিরল শাখা মাসয়ালা, কোন জটিলতার সমাধান কিংবা সমজাতীয় বিধানগুলোর মাঝে পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে সাথে সাথে সেটা নোট করবেন। এটা সকল শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই। কোন একটি ফায়েদা শুনলে কিংবা কোন একটি কায়েদা জানলে আপনি সেটাকে ছোট মনে করবেন না; বরং সাথে সাথে সেটা নোট করবেন

এবং মুখস্ত করে নিবেন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাই আপনার বেশি ইলম্ম অর্জন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অল্পেতে তুষ্ট হবেন না। নবীদের মীরাছ সামান্যটুকু পেয়ে আপনি তৃপ্ত হবেন না। কোন একটি ফায়েদা অর্জন করার সুযোগ থাকলে সেটা হাত ছাড়া করবেন না। আগামীতে শিখব এ ধোকা যেন আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। কারণ রেখে দেয়ার অনেক সংকট আছে। আর আপনি বর্তমান সময়ে যদি এই ফায়েদাটা শিখে ফেলতে পারেন দ্বিতীয় সময়ে আপনি অন্য কিছু শিখতে পারবেন। বেকারত্ব কিংবা দায়িত্বের প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বে আপনি আপনার অবসর ও কর্মোদ্দীপনাময় সময়কে কাজে লাগান। সুস্থতা ও যৌবনকালকে গনীমত মনে করুন। আপনার স্মৃতির নির্মলতা ও ব্যস্ততার স্বল্পতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার যে কিতাবগুলো প্রয়োজন সেগুলো পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। কেননা কিতাব হচ্ছে- ইলম অর্জনের মাধ্যম। কোন উপকার ছাড়া বেশি বেশি কিতাব সংগ্রহ করা যেন আপনার ইল্মী অর্জন না হয়, আপনার বোধশক্তির অংশ না হয়। বরং আপনার কর্তব্য হচ্ছে- সাধ্যানুযায়ী কিতাবগুলো থেকে ফায়েদা নেয়ার চেষ্টা করা।

১১.সঙ্গি নির্বাচন করা: আপনি একজন নেককার ও ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, স্বভাব প্রকৃতি ভাল এমন সঙ্গি গ্রহণে সচেষ্ট হোন; যে বন্ধু আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। কোন ফায়দা ছুটে গেলে সেটা পূর্ণ করতে সহযোগিতা করবে। অধিক ইল্য অর্জনে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার বিরক্তি দূর করবে। সে যেন স্বীয় দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে বিশ্বস্ত হয়। আল্লহর জন্য উপদেশদাতা হয়। [দেখুন: ইবনে জামাআর 'তাযকিরাতুস সামে'] অসৎ সঙ্গি থেকে দূরে থাকবেন। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি অন্যের দ্বারা সংগোপনে প্রভাবিত হয়। মানুষ হচ্ছে- পাখির ঝাঁকের মতন; একটা আরেকটাকে অনুকরণ করে থাকে। এমন কোন সঙ্গির সঙ্গিত্ব থেকে সাবধান থাকুন। কেননা এটি রোগতুল্য। এতে আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিহত করা সহজ।

১২.উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: প্রাথমিক স্তরের ইলম কিতাবের বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরঞ্চ অবশ্যই একজন শাইখ থেকে নিতে হয়; মৌলিক জ্ঞানগুলো যার রপ্ত আছে; যাতে করে স্খলন থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আপনার কর্তব্য হচ্ছে- শাইখের সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কেননা এটাই হচ্ছে- আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইলম হাছিলের চাবিকাঠি। আপনার শাইখ যেন আপনার সম্মান, মর্যাদা ও কোমল আচরণের পাত্র হন। আপনি আপনার শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবেন: তাঁর সাথে বসার ক্ষেত্রে, কথা বলার ক্ষেত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, শ্রবণ করার ক্ষেত্রে, তার সামনে কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষেত্রে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধিক কথা না বলা, নিজের কথা দিয়ে তার দরসের মধ্যে সংযোজনী না দেয়া, কোন জবাব দেয়ার জন্য চাপাচাপি না করা, অধিক প্রশ্ন না করা বিশেষতঃ অনেক মানুষের উপস্থিতিতে। কেননা এটি আপনাকে প্রবঞ্চিত করবে, আপনার বিরক্তির উদ্রেক করবে। আপনি শাইখকে তার নাম ধরে বা কুনিয়ত ধরে ডাকবেন না। বরং এভাবে বলবেন:

ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ) কিংবা বলবেন: ইয়া শাইখানা (হে আমাদের শাইখ)। যদি আপনার কাছে শাইখের কোন ভুল চোখে পড়ে কিংবা কোন বিস্মৃতি ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে আপনার চোখে যেন শাইখের মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কেননা এটি আপনার ইলল্ম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ভুল থেকে বাঁচতে পারেন এমন কেউ কি আছে?।

১৩.ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা: কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًا أَوْ مُتَبِّعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ .قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :مَنِ الْخَامِسُ؟ .قَالَ :الْمُبْتَدِعُ

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

.شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আল্লহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলম’ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, ‘উলুল ইলম’ দ্বারা উদ্দেশ্য-

.جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদের আলেমগণ।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫

হাদীস শরীফে আল্লহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتّى الْحِيتَان فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি

পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

রেফারেন্সঃ

- ইসলাম জবাব ও জিজ্ঞাসা- লিখেছেন শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
- মাসিক আল কাউসার

১১. ইলম ও আমলের সম্পর্ক

ইলম ও আমল পরস্পরের পরিপূরক। ইলম ও আমল হল রেল লাইনের দু'টি পাতের মতো, যার একটি ছাড়া অপরটি অচল। আমল বিহীন ইলমের যেমন কোন মূল্য নেই, ঠিক তেমনি ইলম বিহীন আমলেরও কোন দাম নেই। ইলম ও আমলের সমন্বয়ে ফুটে ওঠে মুমিন বান্দার প্রকৃত দ্বীনদারী। বর্তমান মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় দুর্গতির পিছনে যতগুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে প্রধান কারণ হল ইলম ও আমলের সমন্বয়হীনতা। আমরা যা শিখি, তা কাজে বাস্তবায়ন করি না; যা বলি তা করি না। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বীনের কথা প্রচার করি, কিন্তু নিজেদের জীবনে দ্বীনের বাস্তবায়ন নেই। আমরা মানুষকে বলি 'বেশী বেশী ইস্তিগফার করুন', অথচ নিজেরাই ইস্তিগফার করার সময় পাই না। মানুষকে আমলের কথা বলতে বলতে আমরা হয়রান হয়ে যাই, অথচ দিনশেষে নিজের নেক আমলের পাল্লাটা শূন্যই পড়ে থাকে। অথচ স্বর্ণালী যুগের সোনালী মানব সালাফে সালেহীন আল্লহর নির্দেশিত পন্থায় ইলম ও আমলের সমন্বয় করতেন। অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন এবং এর বিপরীতটাকে ধ্বংসাত্মক মনে করতেন।

আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) বলেন,

يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ، اعْمَلُوا بِهِ؛ فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ وَوَافَقَ عَمَلُهُ عِلْمَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ تُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، يَقْعُدُونَ حَلَقًا فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعَهُ، أُولَئِكَ لَا تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

'হে জ্ঞানধারীরা! তোমরা তোমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করো। কারণ প্রকৃত আলেম তো সেই ব্যক্তি, যে জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে এবং যার আমল তার জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগামীতে এমন কিছু লোক আসবে, যারা জ্ঞান বহন করবে, কিন্তু সেই জ্ঞান তাদের গলার নীচে নামবে না (অন্তরে প্রবেশ করবে না, প্রভাব ফেলবে না)। তাদের অন্তরের অবস্থা ও বাহ্যিক প্রকাশ পরস্পর বিরোধী হবে। তাদের আমলও তাদের জ্ঞানের বিরোধিতা করবে। তারা বৈঠকে বসবে এবং একে অপরের সামনে নিজেদের জ্ঞান নিয়ে গর্ব করবে। এমনকি একজন ব্যক্তি তার সাথীর ওপর রাগান্বিত হবে শুধু এই কারণে যে, সে গিয়ে অন্য কারো পাশে বসেছে এবং তাকে (আগের জনকে) ছেড়ে দিয়েছে। এমন লোকদের কোন আমলই তাদের ঐসব বৈঠক থেকে আল্লাহর কাছে উঠবে না (কবুল হবে না)'।[১]

আলী (রাঃ)-এর এই বক্তব্যটি বর্তমান সময়ের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে অনেকেই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে, বই পড়ে, বক্তৃতা দেয়, অন্যদের উপদেশ দেয়; কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান নিজের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে না। তাদের অবস্থা হ'ল- ইলম তাদের গলার নীচে নামে না; অন্তরে প্রবেশ করে না। তারা তাওহীদ, ছালাত, ছিয়াম, আমানতদারিতা, পরহেযগারিতা, বিনয় এসব নিয়ে কথা বলে, অথচ নিজেরাই অহংকার করে, ছালাতে গাফেলতি করে, নেক আমলে অলসতা করে, অন্যের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে, নানা পাপাচারে জড়িত

থাকে, কথা আর কাজে বিস্তর ফারাক তৈরী করে। অনেকে মাহফিল ও আলোচনা সভায় গিয়ে একে অপরের উপর জ্ঞান যাহির করে, কার রেফারেন্স কত বেশী, কার মাহফিলে জনসমাগম বেশী, কে কত চমৎকার উপস্থাপনা করতে পারে, কার আলোচনা মানুষ সবচেয়ে বেশী পসন্দ করে, ইউটিউবে কার ভিউ বেশী- এগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। অথচ এইসব মনোভাব ইখলাছের পরিপন্থী। আমরা অন্যকে ইখলাছের সবক দেই, কিন্তু নিজেরাই লৌকিকতা ঘেরাটোপ থেকে বের হ'তে পারি না। আজকের সমাজে এটি খুবই পরিচিত দৃশ্য। আমরা ইলমের আলোচনায় ব্যস্ত, কিন্তু নিজের জীবনে সেই ইলমের বাস্তব অনুশীলন অনুপস্থিত। ফলে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমরা প্রতিনিয়ত অশান্তির দহনে পুড়ছি। মূলত ইলম ও আমলের সমন্বয়হীনতাই এর জন্য দায়ী। এই অবস্থা না বদলালে আমাদের জ্ঞান শুধু পুঁথিগতই থেকে যাবে, যা ক্বিয়ামতের দিন আমাদের বিপদের কারণ হবে। তাই অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নিজেকে সংশোধন করে সেই জ্ঞান আমলে পরিণত করা অপরিহার্য কর্তব্য।

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন

،ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرّةً، وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرَّةً ,

‘যে জানেনি এবং আমল করেনি, তার জন্য একবার আফসোস। আর যে জেনেছে কিন্তু আমল করেনি তার জন্য সত্তর বার আফসোস’।[২] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন

أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ,

‘আমি এমনভাবে ইলম অন্বেষণ করি, যা ইবাদতের জন্য ক্ষতিকর হবে না। আর আমি এমন এমনভাবে ইবাদত করি, যা ইলম অন্বেষণের জন্য ক্ষতিকর হবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে সে যতটা না সংশোধন করে তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট করে’।[৩]

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন

فإن العلم هو الأصل الأعظم والنور الأكبر، وربما كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة, والحج والغزو، وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب الهوى في تعبده، ويضيع كثيرًا من الفرص بالنفل، ويشتغل بما يزعمه الأفضل عن الواجب، ولو كانت عنده شعلة من نور العلم ،لاهتدى، ‘

নিশ্চয়ই জ্ঞানই (দ্বীনের) মূল স্তম্ভ এবং সর্বোচ্চ আলো। কখনো কখনো (জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে) বইয়ের পাতাগুলো উল্টানো নফল ছিয়াম, ছালাত, হজ্জ এবং জিহাদ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। এমন কিছু মানুষ আছে, যে ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে নিজের ইবাদতে প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে থাকে। সে নফল ইবাদত করতে গিয়ে অনেক ফরয ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। ওয়াজিবকে তরক করে তার ধারণাপ্রসূত উত্তম (?) কাজ করে (অথচ শরী‘আতে সেটা উত্তম নয়)। যদি তার নিকটে সঠিক জ্ঞানের একটি আলোকবর্তিকা থাকত, তাহ'লে অবশ্যই সে সঠিক পথ পেত’।[৪]

খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন,

فَلَا تَأْنَسْ بِالْعَمَلِ مَا دُمْتَ مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا تَأْنَسْ بِالْعِلْمِ مَا كُنْتَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ وَلَكِنِ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُكَ مِنْهُمَا، وَمَا شَيْءٌ أَضْعَفُ مِنْ عَالِمٍ تَرَكَ النَّاسُ عِلْمَهُ لِفَسَادِ طَرِيقَتِهِ وَجَاهِلٍ أَخَذَ النَّاسُ بِجَهْلِهِ لِنَظَرِهِمْ إِلَى عِبَادَتِهِ،

‘তুমি যতক্ষণ ইলম থেকে বিমুখ থাকবে, ততক্ষণ তুমি আমল করে তৃপ্তি পাবে না। অনুরূপভাবে তুমি যদি আমলে শীথিলতা প্রদর্শন কর, তবে তুমি ইলম অর্জন করে তৃপ্তি পাবে না। সুতরাং তুমি উভয়ের মাঝে সমন্বয় কর। যদিও ইলম-আমল উভয়ের মাঝে তোমার সামান্য কিছু অংশ থাকে’।[৫]

বর্তমানে অনেকে কেবল আমলে মনোযোগ দেয়, কিন্তু ইলমের দিকে ফিরে তাকায় না। ফলে তাদের আমল হয় অন্ধ অনুসরণ ও বিদ‘আতে পূর্ণ। আবার কেউ কেউ কেবল জ্ঞান অর্জনেই ব্যস্ত, বক্তৃতা, লেখালেখি, আলোচনা- সবই করে, কিন্তু নিজের আমলের যিন্দেগীতে অলস প্রকৃতির। ফলে ইলম চর্চা তাদেরকে আত্মতৃপ্তি এনে দিতে পারে না; বরং সেই জ্ঞান তাদের জন্য এক বোঝায় পরিণত হয়। যেমন দেখা যায় কেউ ছালাত-ছিয়াম, নফল ইবাদতে খুবই পরিশ্রম করে, কিন্তু শরী‘আত অনুযায়ী সঠিক নিয়ম জানে না; ফলে তার ইবাদত অনেক সময় ভুল পথে চলে যায়। আবার কেউ আরবী ব্যাকরণ, ফিক্বহ, হাদীছ তাফসীর, উছূল ইত্যাদি শিখে; কিন্তু অহংকারে পড়ে যায়, আমলে গাফেল থেকে যায়। সেজন্য অল্প পরিমাণে হ’লেও ইলম ও আমলের দুই দিককে একত্র করা আবশ্যক। আজকের সমাজে অনেক আলেমের জীবনযাত্রা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের ইলম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যদিকে কোন কোন অজ্ঞ লোকের বাহ্যিক ইবাদতের বাহুল্য দেখে মানুষ তার ভুলকেও গ্রহণ করে নেয়, কারণ তারা তার ইখলাছপূর্ণ আমল দেখে মুগ্ধ হয়। ফলে সমাজে ভুল ধারণার বিস্তার ঘটে। এই বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে। তাই ইলম ও আমলের ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন, যেন ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং দ্বীনের প্রকৃত সৌন্দর্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন

مَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ، إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً ,،

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে হাদীছই আমার কাছে পৌঁছেছে, আমি জীবনে একবার হ’লেও তার উপর আমল করেছি’।[৬]

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, ‘নিঃসন্দেহে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হ’ল ইলম। আল্লাহর ফরযকৃত বিধানের প্রতিপালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জনের প্রধান মাধ্যম এটাই। আল্লাহ যাকে তাওফীক্ব দান করেন তার জ্ঞানের ফলাফল হ’ল তার আমল। এটা প্রত্যেক কল্যাণকার কাজের সংকল্পকে সুনিশ্চিত করে। ইলমবিহীন ঈমান, আমল, সংগ্রাম ও জিহাদের কোন গুরুত্ব নেই। ইলমবিহীন কথা ও কাজের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান বিহীন কোন কিছুতে উপকারিতা তো নেই; বরং রয়েছে মারাত্মক ক্ষতি, যা বড় ফাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়’।[৭]

অতএব দ্বীনের জ্ঞান হাছিলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আর এর মূল উদ্দেশ্য হ'তে হবে- সার্বিক জীবনে সেই জ্ঞানের বাস্তবায়ন। নতুবা সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব লাভ করা সম্ভব নয়। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন,

‘ ،مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ وَفَّقَه الله وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ يَزْدَادُ بِالْعِلْمِ فَخْرًا

যে ব্যক্তি আমল করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। আর যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে ইলম তালাশ করে, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তার অংহকার বৃদ্ধি পায়'।[৮] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এমন কত আলেম আছে, আল্লাহ যাকে তার অর্জিত ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দেননি, ফলে স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করতে পারেনি। আবার এমন কত সাধারণ লোক আছে, আল্লাহ যাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন।[৯]

সুতরাং ইলম ও ইবাদত একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ইলমের বাস্তবায়ন যার জীবনে যত বেশী, সে ততই আল্লাহমুখী ও কল্যাণকামী মানুষে পরিণত হয়। আর যার ইলম ও আমলের মাঝে দূরত্ব সূচিত হয়, সে নিজে যেমন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তদ্রূপ সমাজও তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ আমাদের ইলম ও আমলে সীমাহীন বরকত দান করুন। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। ইলম ও আমলের ভারসাম্য বজায় রেখে তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলের মাধ্যমে আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল-অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

রেফারেন্সঃ

- মাসিক আত-তাহরীক- আবদুল্লাহ আল মারুফ

[১]. ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৪হি.) ১/৬৯৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি.) ৪২/৫০৯।

[২]. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৫৭।

[৪]. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৭/১৮৭; যামাখশারী, রাবীউল আবরার ৪/৩২।

[৪]. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ১১৩।

[৫]. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমল, মুহাক্কিক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.), পৃ. ১৪।

[৬]. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৫হি./১৯৭৫খৃ.), ৭/২৪২।

[৭]. ইবনে বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৪/৫৯।

[৮]. আবূ নু'আইম আছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৭৮।

[৯]. মুহাম্মাদ খাদেমী, বারীক্বাহ মাহমূদিয়্যাহ (দামেশক : মাত্ববা'আতুল হালাবী, ১৩৪৮হি.), ১/২৯৯।

১২. ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব

১. ইলম অনুযায়ী আমল করতে পারা তাক্বওয়ার পরিচায়ক :তাক্বওয়া অর্থ আল্লহভীতি। আর আল্লহভীতি প্রকাশ পায় তখনই, যখন মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল সম্পাদন করে। শুধু মুখে তাক্বওয়ার দাবী করা যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, হারাম ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা, হালালকে অাঁকড়ে ধরা প্রভৃতির মাধ্যমে তাক্বওয়ার স্বরূপ ফুটে ওঠে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এযাম ও সালাফে সালেহীনের জীবন ছিল ইলম ও আমলের সুন্দর সমন্বয়ে গড়া। ফলে তাঁদের জীবন ছিল তাক্বওয়ায় ভরপুর। ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন

التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل,
والاستعداد ليوم الرحيل،

'মহান আল্লহকে ভয় করে চলা, তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার সমন্বিত নাম হল তাক্বওয়া'।[১] আলী (রাঃ) আরো বলেন,

كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنّه لن يقلّ عمل مع التّقوى، وكيف يقلّ عمل متقبّل؟

'তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দাও। কেননা তাক্বওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহলে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে?'[২] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন

' ،لَيْسَ الْعِلْمُ عَنْ كَثْرَةِ الحديث، إنما العلم خشية اللهِ,

অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করার নাম ইলম নয়; বরং আল্লহভীতিই হল প্রকৃত ইলম'।[৩] মুতাররাফ ইবনে শিখখীর (মৃ. ৯৫হি.) বলেন, 'আমলের শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী। আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হল পরহেযগারিতা'।[৪] মাসরূক্ব (রহঃ) বলেন

،بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَبِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ,

'কোন ব্যক্তির জ্ঞানী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে আল্লহকে ভয় করবে। আর কোন লোকের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অর্জিত জ্ঞান নিয়ে গর্ববোধ করবে'।[৫]অর্থাৎ অর্জিত ইলম তখনই মূল্যবান হয় যখন তা আমলে রূপান্তরিত হয়, হৃদয়ে

তাক্বওয়ার স্ফূরণ ঘটার কারণ শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন করা নয়, বরং সেই অনুযায়ী চলাই মানুষের সফলতার মাপকাঠি।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন

لَيْسَ تَقْوَى اللهِ بِصِيَامِ النَّهَارِ، وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالتَّخْلِيطِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ تَقْوَى اللهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا، فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ،

‘দিনভর ছিয়াম পালন করা এবং রাত জেগে সালাত আদায় করার পর হালাল হারামকে মিশিয়ে ফেলার নাম তাক্বওয়া নয়। বরং আল্লহ যা হারাম করেছেন, তা পরিত্যাগ করা এবং যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা যথাযথভাবে আদায় করার নামই হল তাক্বওয়া। আর যাকে এই তাক্বওয়ার পরেও উত্তম আমল করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা তো আরোও ভালো’।[৬] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন,

رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ، مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ شَانَ دِيْنَهُ، وَحَسَبَهُ، وَمُرُوءتَهُ،

‘বান্দা আল্লহকে যতটুকু জানে, ততটুকুই তাকে ভয় করে। সে আখেরাতের প্রতি যতখানি উন্মুখ থাকে, দুনিয়ার প্রতি সে ততটাই অনাগ্রহী হতে পারে। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে, অজানা বিষয় থেকে সে অভাবমুক্ত হতে পারে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লহ তাকে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দান করেন। আর যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, সে তার দ্বীন, সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করে ফেলে’।[৭] ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন,

وافضلُ الأعمال خشية الله فِي السر والعلانية، وخشية الله فِي السر إنما تصدر عَن قوة إيمان ومجاهدةٍ للنفس والهوى، فإن الهوى يدعو فِي الخلوة إلى المعاصي،

‘সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আমল হল প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লহকে ভয় করা। মূলত ঈমানী শক্তি এবং প্রবৃত্তি ও নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের শক্তিমত্তা থেকে গোপনে আল্লহকে ভয় করার অনুভূতি জাগ্রত হয়। কেননা নির্জনতায় কুপ্রবৃত্তি সর্বদা পাপের দিকে আহ্বান জানায়’।[৮] কবি মুহাম্মাদ ইবনে আবূ আলী ইছফাহানী বলেন,

اعْمَلْ بِعِلْمِكَ تَغْنَمْ أَيُّهَا الرَّجُلُ +لَا يَنْفَعُ الْعِلْمُ إِنْ لَمْ يَحْسُنِ الْعَمَلُ

وَالْعِلْمُ زَيْنٌ وَتَقْوَى اللهِ زِينَتُهُ +وَالْمُتَّقُونَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ شُغُلُ

وَحُجَّةُ اللهِ يَا ذَا الْعِلْمِ بَالِغَةٌ +لَا الْمَكْرُ يَنْفَعُ فِيهَا لَا وَلَا الْحِيَلُ

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَاعْمَلْ مَا اسْتَطَعْتَ بِهِ +لَا يُلْهِيَنَّكَ عَنْهُ اللَّهْوُ وَالْجَدَلُ

‘ওহে! ইলম অনুযায়ী আমল কর, তবে তুমি পুরস্কৃত হবে। যার আমল সুন্দর হয় না, তার ইলম উপকারী হয় না। ইলম হল শোভা আর আমল তার অলংকার। আর অর্জিত ইলমের ব্যাপারে মুত্তাক্বীদের দায়িত্ব রয়েছে। হে আলিম! ইলম আল্লহর চূড়ান্ত হুজ্জাত (দলীল), সুতরাং এ ব্যাপারে কোন ধোঁকাবাজি ও অপকৌশল চলে না। ইলম অর্জন কর এবং সাধ্যানুযায়ী আমল কর। তর্ক ও উদাসীনতা যেন তোমাকে ইলম অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত না রাখে’।[৯]

২.আমলহীন ইলমের কোন মূল্য নেই :

যে ইলম আমল উৎপন্ন করে না, তা কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে বনী ইসরাঈলের সেই আলেমদের উদাহরণ এসেছে, যারা তাওরাত জানত; কিন্তু তাওরাতের বিধান অনুযায়ী আমল করত না। তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে না বুঝেই শুধু বইয়ের বোঝা বহন করে। আল্লহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ،

'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লহর আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে' (জুমু'আ ৬২/৫)। বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাদের অনেকেই ইসলামী নীতি-আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করেন না। ফলস্বরূপ তাদের জ্ঞান সমাজে আলো ছড়ায় না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل،

'যে ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, তার উদাহরণ সেই গুপ্তধনের মতো যেখান থেকে আল্লহর পথে খরচ করা হয় না'।[১০]

সাহল তুসতারী (রহঃ) বলেন

العِلْمُ كُلُّهُ دُنْيَا، وَالْآخِرَةُ مِنْهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا الإِخْلَاص ,،

'ইলম পুরোটাই দুনিয়াতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে শুধু সেই আমলই আখেরাতে কাজে আসবে, যে অনুযায়ী আমল করা হয়েছে। আর ইখলাস ছাড়া সব আমল ধূলিকণায় পরিণত হবে'।[১১]

খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন

كَمَا لَا تَنْفَعُ الْأَمْوَالُ إِلَّا بِإِنْفَاقِهَا، كَذَلِكَ لَا تَنْفَعُ الْعُلُومُ إِلَّا لِمَنْ عَمِلَ بِهَا ,،

'দান-সদাকা ছাড়া যেমন ধন-সম্পদ উপকারী হয় না; তেমনি অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত ইলমও উপকারী হয় না'।[১২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন

صاحبُ الحديث عِندنا من يَستعمل الحديث ,،

'আমাদের নিকট আহলেহাদীস সেই ব্যক্তি, যিনি হাদীসের উপর আমল করেন'।[১৩]

আব্বাসী কবি আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায (২৪৭-২৯৬হি.) বলেন

,

عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرَةٍ 'আমল বিহীন ইলম ফলহীন গাছের মতো'।[১৪]

সাঈদ ইবনে আববাস (রহঃ) বলেন

كُنْ عَالِمًا عَامِلًا فَقَدْ عَلِمَ أَقْوَامٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُهَمْ إِلَّا عَلَيْهِمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا ,

‘তুমি জ্ঞানী হও এবং সে অনুযায়ী আমলকারী হও। কেননা এমন কিছু লোক ছিল যারা ইলম অর্জন করেছিল, কিন্তু আমল করেনি। ফলে তাদের জ্ঞান তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ইলম ও আমল পরস্পরের সঙ্গী। একটি ছাড়া অপরটি কোন উপকার করতে পারে না’।[১৫]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন

ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير، فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم، فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها، ولا نفع فيها بل تكون لها عواقب وخيمة، وقد تجر إلى فساد كبير،

‘নিঃসন্দেহে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হল ইলম বা জ্ঞান। আল্লহর ফরযকৃত বিধানের প্রতিপালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জনের প্রধান মাধ্যম এটাই। আল্লহ যাকে তাওফীক্ব দান করেন তার জ্ঞানের ফলাফল হল তার আমল। এটা প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের সংকল্পকে সুনিশ্চিত করে। ইলমবিহীন ঈমান, আমল, সংগ্রাম ও জিহাদের কোন গুরুত্ব নেই। ইলমবিহীন কথা ও কাজের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান বিহীন কোন কিছুতে উপকারিতা তো নেই; বরং রয়েছে মারাত্মক ক্ষতি, যা বড় ফাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়’।[১৬]

হাস্সান ইবনু সিনান (রহঃ) বলেন,

‘ بَادِرِ انْقِطَاعَ عَمَلِكَ، فَإِنَّ الْمَوْتَ إِذَا جَاءَ انْقَطَعَ الْبُرْهَانُ،

তোমরা আমলের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত আমল কর। কেননা যখন মৃত্যু এসে যাবে, তখন সব যুক্তি-তর্ক বন্ধ হয়ে যাবে’।[১৭]

আবূ সাঈদ আল-খাররায (রহঃ) বলেন,

‘ الْعِلْمُ مَا اسْتَعْمَلَكَ، وَالْيَقِينُ مَا حَمَلَكَ،

ইলম সেটাই যা তুমি আমল করেছ। আর ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হল যা তুমি (নিজের মধ্যে) ধারণ করেছ’।[১৮]

হাফছ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমি একবার দাউদ আত-তাঈ (রহ.)-এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের মানুষ। তিনি বলেন, ‘তুমি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন যোদ্ধাকে দেখনি? সে যখন যুদ্ধের মুখোমুখি হতে চায়, তখন কি সে নিজের অস্ত্র-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে না? কিন্তু যদি সে তার পুরো জীবন কেবল অস্ত্র-সরঞ্জাম জোগাড় করতেই ব্যয় করে ফেলে, তবে সে যুদ্ধ করবে কখন? জেনে রেখো

إِنَّ الْعِلْمَ آلَةُ الْعَمَلِ، فَإِذَا أَفْنَى عُمُرَهُ فِي جَمْعِهِ فَمَتَى يَعْمَلُ؟ ,

‘ইলম হল আমলের অস্ত্র। আর যদি কেউ তার গোটা জীবন কেবল জ্ঞান আহরণেই ব্যয় করে ফেলে, তবে সে আমল করবে কখন?[১৯]অতএব অর্জিত জ্ঞান তখন ফলপ্রসু ও উপকারী হবে, যখন সেটা আমলে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. শুধু ইলম অর্জন করে আলেম হওয়া যায় না :

যিনি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ মুখস্থ করেছেন বা কুরআন-হাদীস ও ফিক্বহের বিধি-বিধান ও মাসআলা অধ্যয়ন করেছেন, তিনি কেবল তখনই সত্যিকারের আলেম হিসাবে গণ্য হবেন, যখন এইগুলো তার আমলে বাস্তবায়িত হবে। কেননা আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কখনোই আলেম গণ্য করা হয় না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

‘ ،مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ,

যেই ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, সেটা এমন গচ্ছিত সম্পদের মতো যা থেকে আল্লহর পথে খরচ করা হয় না’।[২০] যেমন সমাজের সব মুসলিমই সালাতের গুরুত্ব জানে, কিন্তু সালাত আদায় করে না; পাপাচার ও হারামের ভয়াবহতা জানে, কিন্তু তা পরিহার করে না; সততার ফযীলত জানে, কিন্তু লেনদেনে তা অবলম্বন করে না। এই অবস্থাই ঐ গচ্ছিত সম্পদের মতো- তা যত মূল্যবানই হোক, আল্লহর পথে খরচ না করলে কোন উপকার দেয় না; উপরন্তু সেই সম্পদ ক্বিয়ামতের ময়দানে ব্যক্তির জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তদ্রূপ ইলম যতই মূল্যবান হোক না কেন, তা আমল ছাড়া আখেরাতে কোন উপকার করবে না; বরং ঐ ইলম তার শাস্তির কারণ হতে পারে।

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন

،لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ مُتَعَلِّمًا، وَلَا يَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِالْعِلْمِ عَامِلًا,

‘কোন ব্যক্তি আলেম হতে পারে না; যতক্ষণ না সে ছাত্র হয়। আর অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত কেউ আলেম হতে পারে না’।[২১]

ইবরাহীম আল-খাওয়াছ (মৃ. ২৯০হি.) বলেন

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنِ اتَّبَعَ الْعِلْمَ، وَاسْتَعْمَلَهُ، وَاقْتَدَى بِالسُّنَنِ، وَإِنْ كَانَ,

অধিক বেশী (হাদীস) বর্ণনা করার নাম প্রকৃত ইলম নয়। বরং প্রকৃত আলেম হল সেই ব্যক্তি, যে ইলমের অনুসরণ করে, সে অনুযায়ী আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, যদিও তার ইলম অতি সামান্য হয়’।[২২]অর্থাৎ জ্ঞান শুধু বহুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করার নাম নয়, বরং তা অনুসরণ করে জীবনে বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত আলেমের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি অল্প জ্ঞান অর্জন করলেও তা হৃদয়ে স্থাপন করে, আমলে পরিণত করে এবং নবী কারীম (সাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, সে সত্যিকারের আলেমে দ্বীন।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন

،لَا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا بِمَا عَلِمَ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا,

‘ইলম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খই থেকে যায়। যখন আমল করে কেবল তখন সে আলেম হিসাবে গণ্য হয়’। তিনি আরো বলেন

إِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَالْعِلْمُ دَلِيلُ الْعَمَلِ ,

‘জ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল আমল। আর ইলম আমলের দলীল স্বরূপ’।[২৩]

মালেক ইবনু দীনার বলেন, আমি হাসান বছরীকে জিজ্ঞাসা করলাম,

‘ ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟

একজন আলেম দুনিয়া আসক্ত হলে তার শাস্তি কি? তিনি উত্তর দিলেন,

موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه،

‘অন্তর মরে যায়। সে দুনিয়া ভালোবেসে ফেললে আখিরাতের আমল দিয়ে দুনিয়া অন্বেষণ করে। তখন তার থেকে ইলমের বরকত উঠে যায়, শুধু আলেম পরিচয়টুকু থেকে যায়’।[২৪]

ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘আলেমদের কি এমন কোন আলামত আছে, যেগুলো দিয়ে তাদেরকে চেনা যাবে?’ তিনি বলেন

عَلامَةُ العَالِمِ مَنْ عَمِلَ بعلْمِهِ، واستَقَلَّ كَثْيْرَ العِلْمِ مِنْ نَفْسِهِ، ورَغِبَ في عِلْمِ غَيْرِهِ، وقَبِلَ الحَقَّ, مِنْ كلِّ مَنْ أَتَاهُ بِهِ، وأَخَذَ العِلْمَ حَيْثُ وَجَدَهُ، فَهذهِ عَلامَةُ العَالِمِ وصِفَتُهُ،

‘আলেমের নিদর্শন হল যে তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, নিজের অধিক জ্ঞানকেও সামান্য মনে করবে, অন্যের ইলমের প্রতি আগ্রহী হবে, হক যেখান থেকেই আসুক, সেটা গ্রহণ করবে, যেখানেই ইলম পাবে কুড়িয়ে নিবে।এগুলোই হল আলেমের আলামত ও বৈশিষ্ট্য’।[২৫]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) বলেন

أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ :رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَلًا مِنْهُ , وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَتَصَدَّقْ مِنْهُ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ غَيْرُهُ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ فَعَلَّمَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بِهِ،

‘ক্বিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে- (১) এমন ব্যক্তি, যার একজন ক্রীতদাস ছিল, যে ক্বিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, (২) এমন ব্যক্তি, যার সম্পদ ছিল, কিন্তু সে তার জীবদ্দশায় তা থেকে দান-সদাকাহ করতে পারেনি, তবে সে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তা থেকে দান করেছে এবং (৩) এমন ব্যক্তি, যে নিজে আলেম ছিল, কিন্তু সে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি, তবে সে অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং সে সেই ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে’।[২৬]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

فَلَيْسَ الْعِلْمُ كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ، وَلَكِنْ نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ مِنْ سَقِيمِهَا، وَحَقِّهَا مِنْ بَاطِلِهَا، وَمَا هُوَ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ،

‘অধিক হাদীস বর্ণনা করা, অনুসন্ধান করা ও আলোচনা করার নাম ইলম নয়। কেননা ইলম হল আলো, যার মাধ্যমে অশুদ্ধ কথামালার মধ্য থেকে সঠিক কথা পৃথক করা যায় এবং বাতিল কথা থেকে সত্য কথাকে আলাদা করা যায়। আর ইলম কোন মানুষের মতামত থেকে নির্গত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বীপাধার নয়’।[২৭]

৪.ইলম অনুযায়ী অল্প আমলই যথেষ্ট হয়ে যায় :

আল্লহর কাছে আমলের পরিমাণের চেয়ে মান ও কোয়ালিটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামান্য সৎকর্মও ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন হলে আল্লহ তা কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে বান্দাকে জান্নাত দান করেন। নবী করীম (সাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ،

'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাক। কারণ আল্লহ (ছওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়। আর আল্লহর নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়'।[২৮]

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কোন বিষয়ে ইলম অর্জনের পর শুরুতে প্রবল উৎসাহে বড় বড় আমল শুরু করেন। একসাথে বহু নফল সালাত আদায়, দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াত, সুদীর্ঘ ক্বিয়ামুল লায়ল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আমল করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ব্যস্ততা, ক্লান্তি বা আগ্রহের ঘাটতির কারণে সেই আমল ছেড়ে দেন, ফলে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অত্র হাদীসের শিক্ষা হল অল্প হলেও নিয়মিত আমল আল্লহর কাছে অধিক প্রিয়। কারণ জ্ঞান যখন আমলে রূপ নেয়, তখন তা হৃদয়ে প্রোথিত হয় এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলে। যেমন কেউ যদি প্রতিদিন মাত্র দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত নিয়মিত আদায় করেন বা প্রতিদিন অনুধাবন করে কুরআনের পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, তবে তা মাঝে মধ্যে বিশাল আমল করার চেয়ে অধিক মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আল্লহর নিকট আমলের ইখলাস ও স্থায়িত্বই আসল, পরিমাণ নয়।

মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ يَكْفِي، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَحَوَائِجُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ،

'যে ব্যক্তি নিজের জন্য ইলম অর্জন করে, তার জন্য অল্প ইলমই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে ইলম শিখে, (সে জেনে রাখুক) মানুষের প্রয়োজন অফুরন্ত'।[২৯]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন,

من طلب العلم خالصا لينتفع به عباد الله وينفع نفسه كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا، وفي العبادة اجتهادا، ومن الله خوفا، وإليه اشتياقا، وفي الناس تواضعا،

'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং আল্লহর অপর বান্দাকে উপকৃত করার জন্য ইলম শিখে, মানুষের কাছে সুপরিচিত হওয়ার চেয়ে অখ্যাতিই তার কাছে অধিক প্রিয়তর হবে। এই একনিষ্ঠ ইলমের জন্য সে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করবে, ইবাদত-বন্দেগীতে পরিশ্রমী হবে, আল্লহকে আরো বেশী ভয় পাবে, তাঁর প্রতি আরও বেশী আগ্রহী হবে এবং মানুষের মাঝে সে হবে সবচেয়ে বিনয়ী প্রকৃতির'।[৩০]

ইউসুফ ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন

فِي الدُّنْيَا طُغْيَانَانِ :طُغْيَانُ الْعِلْمِ وَطُغْيَانُ الْمَالِ، وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْعِلْمِ الْعِبَادَةُ، وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْمَالِ الزُّهْدُ فِيهِ

নিয়াতে দুই ধরনের বাড়াবাড়ি রয়েছে- (১) জ্ঞানের বাড়াবাড়ি এবং (২) সম্পদের বাড়াবাড়ি। ইবাদত তোমাকে ইলমের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করবে। আর দুনিয়া বিমুখতা তোমাকে সম্পদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি দিবে'।[৩১]

৫.আমলের মাধ্যমে উপকারী ইলমের পথ উন্মোচিত হয় :

উপকারী জ্ঞান বান্দার জন্য নতুন জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। কারণ যদি কেউ কোন কিছু শিখে তা বাস্তবে পালন করতে থাকে, তখন আল্লহ তার অন্তরে আরও গভীর জ্ঞান ও হেকমত দান করেন। উদাহরণস্বরূপ কেউ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে তা নিয়মিত আদায় শুরু করল। কিছুদিন পর সে সালাতের মধ্যে খুশূ'-খুযূ' অর্জনের চেষ্টা করবে, আয়াতের অর্থ বুঝতে চাইবে, সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিখতে আগ্রহী হবে। এভাবে তার আমলই তাকে নতুন নতুন ইলমের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি রিযিকের হালাল-হারাম বিষয়ে জেনে তা মেনে চলতে শুরু করে। কিছুদিন পর তার মনে প্রশ্ন জাগবে, আর কোন কোন লেনদেন হারাম? তখন সে ফিক্বহ শিখতে আগ্রহী হবে। অতএব ইলম শুধু মুখস্থ করার জন্য নয়; বরং যখন তা আমলে পরিণত হয়, তখন আল্লহ তার মাধ্যমে উপকারী জ্ঞানের নতুন নতুন দরজা খুলে দেন। আল্লহ বলেছেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ، 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্তুতঃ আল্লহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' (আনকাবূত ২৯/৬৯)।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন

،الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ نَهْدِيْهِمْ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُوْنَ ,

'যারা অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আমি তাদের অজানা বিষয়গুলো সম্পর্কে পথ দেখাবো'।[৩২]

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন,

،مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ

'কোন ব্যক্তি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, সে অজানা বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর যে ইলম অনুযায়ী আমল করে, তার অজানা বিষয় জানার জন্য আল্লহ তাকে তাওফীক্ব দান করেন'।[৩৩]

আবু আব্দুল্লাহ রুযবারী (মৃ. ৩৬৯ হি.) বলেন,

الْعِلْمُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، وَالْعَمَلُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ يُورِثُ الْفَهْمَ عَنِ اللهِ ، عز وجل'

ইলম নির্ভরশীল সে অনুযায়ী আমল করার উপর। আর আমল নির্ভরশীল ইখলাসের উপর। আর আল্লহর জন্য ইখলাস মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে গভীর প্রজ্ঞা দান করে'।[৩৪]

মাত্বার ইবনে ত্বাহমান আল-ওয়াররাক্ব (মৃ. ২২৯ হি.) বলেন,

خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْفَعُ بِهِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ،
'শ্রেষ্ঠ ইলম সেটাই যা (তার বাহককে) উপকৃত করে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এবং তা আমলে পরিণত করে, আল্লহ তাকে তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে আমল পরিত্যাগ করে, আল্লহ তাকে তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করেন না'।[৩৫]

৬. দুনিয়া আমলের জায়গা :

দুনিয়া আসলে আমল করার জায়গা। আর আখেরাত হল আমলের ফল ভোগ করার জায়গা। তাই ইলম অর্জনের পর তা বাস্তবে প্রয়োগ করাই মূল উদ্দেশ্য। আল্লহ বলেন,

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،

'আর তুমি বল, তোমরা কাজ করে যাও। অচিরেই তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর সত্বর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' (তওবা ৯/১০৫)।

আল্লামা আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'এ আয়াতে রয়েছে কঠোর ভয় প্রদর্শন ও কঠিন সতর্কবাণী তাদের জন্য, যারা নিজেদের মিথ্যা, অবাধ্যতা, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারে অবিচল থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল তোমরা ভালো কিংবা মন্দ যে কাজই কর না কেন, আল্লহ তা অবগত আছেন। আর আল্লহ তাঁর রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদেরও তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করবেন, যদিও তা গোপনেই সম্পাদিত হয়ে থাকে'।[৩৬]

অতএব আল্লহর ইবাদতের ফযীলত ও তাঁর অবাধ্যতার ভয়াবহতা জেনে সেই অনুযায়ী আমল না করা তেমনি নিস্ফল যেমন জমিতে বীজ বপন না করেই ফসলের আশা করা নিরর্থক। উদাহরণত কেউ যদি জানে যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয, তা জামা'আতের সাথে আদয় করা অপরিহার্য, কিন্তু সময়মতো সালাত আদায় করে না, জামা'আতে সালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে, তাহলে তার ইলম তার কোন উপকারে আসবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি অল্প জানে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে, তবে সে-ই সফলতার মনযিলে পৌঁছে যাবে। এজন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন ইলম শিখে তাৎক্ষণিকভাবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করতেন, যেন আখেরাতে এর ফল লাভ করা যায়। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন

كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهِنَّ، والعملَ بهنَّ,

'আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই আয়াতগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না এগুলোর অর্থ জানতেন এবং আমল করতেন'।[৩৭]

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন

الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ,

কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হল এর অর্থ অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। কুরআনের বাহকের যদি এই অভিপ্রায় না থাকে, তবে সে আলেম ও দ্বীনদানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না'।[৩৮]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন,

‘مَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ، إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন হাদীস যখনই আমার কাছে পৌঁছেছে, আমি জীবনে একবার হলেও তার উপর আমল করেছি'।[৩৯]

৭. ক্বিয়ামতের দিন বান্দা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে :

বান্দা স্বীয় অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কি-না সে ব্যাপারে আল্লহর নিকটে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

‘لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ,

‘ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার রবের কাছ থেকে একটুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে :

(১) তার জীবনকাল সম্পর্কে, তা কোন পথে অতিবাহিত করেছে,

(২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে,

(৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে,

(৪) আর তা কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং

(৫) সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী কী আমল করেছে'। [৪০]

এখানে হাশরের মাঠের ভীতিকর জবাবদিহিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পয়েন্টের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জ্ঞান কেবল স্মৃতিতে ধরে রাখা এবং বইপত্রে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নয়; বরং তা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য, নিজের আমলকে সংশোধন করার জন্য এবং অন্যকে সৎপথে আহবানের জন্য। একজন মানুষ যদি আল্লহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানে, কিন্তু নিজের জীবনকে সেই অনুযায়ী গড়ে না তোলে, তবে সে জ্ঞান অর্জন করেও ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে হারাম-হালালের বিধান জানে, কিন্তু ব্যবসায় মুনাফার লোভে সুদে জড়িয়ে পড়ে; আবার কেউ ইসলামে গীবত নিষিদ্ধ জেনেও প্রতিদিন আড্ডায় গীবত করে সময় কাটায়। এমন আচরণ মূলত জ্ঞানের অপমান এবং ক্বিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থার কারণ হবে। মহান আল্লহ আমাদেরকে যাবতীয় অজ্ঞতা এবং পরকালের কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

৮.জান্নাত লাভের মাধ্যম :

ইসলামে জ্ঞানকে উদ্দেশ্য হিসাবে নয়, বরং সঠিক আমলের পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখা হয়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল,يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ،

'হে আল্লহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন

تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ،

'আল্লহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমাদানের ছিয়াম পালন করবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ،

' ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! আমি এর থেকে বেশীও করব না, কমও করব না'। এ কথা বলে লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন নবী করীম (সাঃ) তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا،

' 'যে ব্যক্তি জান্নাতী কোন লোককে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ লোককে দেখে'।[৪১]

অত্র হাদীসে একটি বড় শিক্ষা রয়েছে। সেটা হল সত্যিকারের সফলতা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, বরং সেই জ্ঞানের উপর নিঃর্শত আমলের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এই বেদুঈন লোকটি অল্প কিছু জ্ঞান পেয়েছে, কিন্তু সেটাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। আর এই খুলূছিয়াত ও দৃঢ়তার জন্যই তার ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সবার হৃদয়ে যদি সেই বেদুঈনের মতো দৃঢ় সংকল্পের স্ফূরণ ঘটে, তবে এই নব্য জাহেলিয়াতের পরিবেশে পুনরায় ঈমানী বাতাস প্রবাহিত হবে। তাক্বওয়া ও বরকতের ধারায় সিক্ত এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লহ।

রেফারেন্সঃ

- মাসিক আত-তাহরীক- লিখছেন আবদুল্লাহ আল মারুফ

[১]. মুহাম্মাদ ছালেহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪হি./১৯৯৩খৃ.), ১/৪২১; মুহাম্মাদ ইবনে সালেম আল-মাজলীসী, লাওয়ামি'উদ দুরার (মৌরিতানিয়া : দারুর রিযওয়ান, ১৪৩৬হি./২০১৫খৃ.), ১/১১০।

[২]. আবূ নু'আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯।

[৩]. শাত্বেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, মুহাক্কিক্ব : বকর আবূ যায়েদ (মিসর : দারু ইবনে আফ্ফান, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.), ১/১০২।

[৪]. ইবনু আব্দিল বার্র, জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, মুহাক্কিক্ব : আবুল আশবাল আয-যুহাইরী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.) ১/১১৩।

[৫]. খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ২য় প্রকাশ, ১৪২১হি.), ২/৫৭।

[৬]. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, তাহক্বীক: শু'আইব আরনাঊত্ব (বৈরূত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪২২হি./২০০১খৃ.), ১/৪০০।

[৭]. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শু'আইব আরনাঊত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.), ৮/৪২৭।

[৮]. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাৎহুল বারী ৬/৫০।

[৯]. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, মুহাক্কিক্ব : নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.) পৃ. ৩৮।

[১০]. ইক্বতিযাউল ইলম আমল, পৃ. ২৪।

[১১]. গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৬১।

[১২]. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ১৬।

[১৩]. ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৮৫।

[১৪]. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ৩৮।

[১৫]. আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৭২।

[১৬]. ইবনে বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৪/৫৯।

[১৭]. ইবনু আবীদ্দুনইয়া, ক্বাছরুল আমাল, পৃ.১১১।

[১৮]. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, (রিয়াদ : দারু আত্ব'আতিল ইলম, ২য় মুদ্রণ, ১৪৪১হি./২০১৯খৃ.) ৩/১৭৭; আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ (কায়রো : দারুল মা'আরেফ, তাবি) ১/৩২১।

[১৯]. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ৪৪।

[২০]. সুনানে দারেমী হা/৫৭৫; মিশকাত হা/২৮০, সনদ হাসান।

[২১]. আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন (দামেশক: দারু ইবনি কাছীর, ২য় মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.), পৃ. ৪৩৩।

[২২]. শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৯হি./২০০৮খৃ.) ১/১৬৭।

[২৩]. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক: মুছতাফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি.), ৪৮/৪২৭।

[২৪]. হাফেয ইবনে কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দামেশক্ব : দারু ইবনে কাছীর, ৩য় মুদ্রণ, ১৪৩৪হি./২০১৩খৃ.), ১০/১০৯।
[২৫]. আবুল হাসান ইবনে আবী ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (সঊদী আরব : দারাতুল মালেক আব্দুল আযীয, ১৪১৯হি./১৯৯৯খৃ.), ৩/২৬৭।
[২৬]. হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৮৮।
[২৭]. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ (রিয়াদ : দারু আত্বাআতিল ইলম, ১৪৪০হি./২০১৯খৃ.), ২/৮৮।
[২৮]. বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/৭৮২।
[২৯]. ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২০হি./১৯৯৯খৃ.), পৃ. ২৬২; তারীখু দিমাশক্ব, ৫৬/৪৩৩।
[৩০]. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৩/২৮২।
[৩১]. তারীখু দিমাশক্ব ৭৪/২২৭; হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/২৩৯।
[৩২]. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩০।
[৩৩]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৯৬।
[৩৪]. খত্বীব বাগদাদী, আয-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ৭১; তারীখু বাগদাদ ৫/৯৮।
[৩৫]. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩৩।
[৩৬]. তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩৫১।
[৩৭]. তাফসীরে ত্বাবারী, ১/৮০।
[৩৮]. ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.), ২/১৩৫।
[৩৯]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৪২।
[৪০]. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; সনদ হাসান।
[৪১]. বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৫।

১৩. ইলম অনুযায়ী আমল না করার ভয়াবহতা

১. ইলম অনুযায়ী আমল না করা আল্লহর ক্রোধের কারণ :জ্ঞানার্জন নিঃসন্দেহে এক মহৎ ইবাদত, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লহ জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন

،قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ,

'তুমি বল, যারা জানে (বিজ্ঞ) এবং যারা জানে না (অজ্ঞ), তারা কি সমান?' (যুমার ৩৯/৯)। অন্যত্র তিনি বলেন,

‘ -يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' (মুজাদালাহ ৫৮/১১)। অত্র আয়াত দু'টির মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ইলম হাছিলের এই মহৎ ইবাদতটিই এক ভয়াবহ অভিশাপে পরিণত হয়, যখন তা কর্মে রূপান্তরিত না হয়। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে আল্লহর অনুগত করার কথা, আমলের অভাবে সেই জ্ঞানই তাকে আল্লহর সন্তুষ্টির বদলে ক্রোধের পাত্র বানিয়ে দেয়। কথা ও কাজের এই অমিলকে আল্লহ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন। যেখানে আল্লহ বলেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

'আল্লহর নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় হল, তোমরা যা বল তা কর না?' (ছফ ১১৪/৩)। এই আয়াতটি আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আয়াতে উল্লিখিত مَقْتًا শব্দটি সাধারণ অসন্তুষ্টির চেয়েও তীব্র ঘৃণাকে বোঝায়। কারণ মানুষের কথা ও কাজে যখন মিল থাকে না, তার ইলম ও আমলের সমন্বয় থাকে না, তখন সে মিথ্যুক ও ওয়াদা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয়, যা মুনাফিক্বের বৈশিষ্ট্য। ফলে তার প্রতি আল্লহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়।[১]

অন্যত্র আল্লহ বলেন,

‘ ،أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আল্লহর কিতাব (তাওরাত) পাঠ করে থাকো। তোমরা কি বুঝো না?' (বাক্বারাহ ২/৪৪)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী, ইমাম ইবনে কাছীর, ইমাম বাগাভী সহ প্রমুখ মুফাসসিরীনে কেরাম নিমেণর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

،أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَصُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نارٍ، فَقُلْتُ :مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟

،فَقَالَ :هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ

'মে'রাজের রাতে আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল! এরা কারা?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা এমন কথা বলত যা তারা নিজেরা করত না।

তারা আল্লহর কিতাব পাঠ করত, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করত না’।[২] এই কথাগুলো কোন সাধারণ পাপীর জন্য নয়। এটা একজন ব্যবসায়ীর জন্য নয়, যে মাপে কম দিয়েছে। এটা একজন শ্রমিকের জন্য নয়, যে কাজে ফাঁকি দিয়েছে। এটা সরাসরি সেইসব জ্ঞান বহনকারী, বক্তা ও উপদেশদাতাদের জন্য এক চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। যারা অন্যদের জন্য মিম্বর সাজায়, কিন্তু নিজেদের জন্য কোন ইবাদতের আসন পাতে না। যারা আল্লহর কিতাব পাঠ করে, তার মর্ম বুঝে, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করতে গেলেই তাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। তাদের বলা প্রতিটি কথা, লেখা প্রতিটি অক্ষর, তাদের দেওয়া প্রতিটি নাসিহাত, ফেইসবুকে দেওয়া প্রতিটি স্ট্যাটাস কি আমাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে, নাকি আগুনের কাঁচি হয়ে তাদেরই ধরবে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আগে দুনিয়াতেই তাদের সংশোধন হওয়া উচিত। তারা মানুষকে দেখায়, কীভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হয়, অথচ তাদের নিজেদের ভেতরের পাপের আগুন নেভানোর কোন চেষ্টা করে না। তারা লোকদের বলে, ‘সালাত কায়েম কর’। অথচ তাদের নিজেদের সালাতে সেই খুশূ-খুযূ নেই।

তাছাড়া কোন ব্যক্তি বা সমাজের ওপর থেকে আল্লহর রহমত উঠে যাওয়ার একটি স্পষ্ট লক্ষণ হল- তাদের মধ্যে আমলের চেয়ে তর্কের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়া। তারা আত্মশুদ্ধি ও কর্মের ময়দান ছেড়ে অপ্রয়োজনীয় বাহাস ও বিতর্কের চোরাগলিতে হারিয়ে যায়। ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭হি.) এই আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করে বলেন

،إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ شَرًّا، فَتَحَ عَلَيْهِمْ الْجِدَالَ، وَمَنَعَهُمْ الْعَمَلَ ,

‘মহান আল্লহ যখন কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান, তখন তাদের মাঝে তর্ক-বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং আমল সম্পাদনের তাওফীক্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করেন’।[৩]

একইভাবে মা‘রূফ আল-কারখী (মৃ. ২০০হি.) বলেছেন

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ ,

‘যখন আল্লহ কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং তার জন্য তর্ক-বিতর্কের দুয়ার বন্ধ করে দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং তর্ক-বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করে দেন’।[৪]

আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা সালাফদের এই কথার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। ফেসবুক, ইউটিউব ও বিভিন্ন গ্রুপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি রাতের পর রাত ধরে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। কে সঠিক আর কে বেঠিক, তা প্রমাণ করার জন্য যে পরিমাণ মেধা, সময় ও শক্তি ব্যয় করা হয়, তার সামান্য অংশও যদি আত্মশুদ্ধি বা কোন গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা হ’ত, তাহলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চেহারাই পাল্টে যেত। আবার দেখা যায়, অনেকেই ফিক্বহের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্কে লিপ্ত, কিন্তু নিজেরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করতে উদাসীন। অনেকেই অন্যের আক্বীদা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ব্যস্ত,

কিন্তু নিজের চরিত্র ও আখলাক সংশোধনে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। এই অবস্থাই প্রমাণ করে, আমরা তর্কের দ্বার উন্মুক্ত করেছি, কিন্তু আমলের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি।

সুতরাং আল্লহ আমাদের কল্যাণ চান নাকি অকল্যাণ, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই তবে আমাদের কর্ম ও কথার অনুপাতই তার প্রধান মানদন্ড হতে পারে। কেননা আল্লহ যার কল্যাণ চান, তিনি তাকে বেশী বেশী আমল করার তাওফীক্ব দেন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে রাখেন। এই মূলনীতিটি সালাফদের কথায় বারবার উঠে এসেছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল- সাধারণ পাপীর চেয়ে একজন আমলহীন জ্ঞানীর পাপ অনেক বেশী ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। এজন্য সালাফগণ পাপী আলেম ও ক্বারীদের সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। তাবে'ঈ আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (৬৬-১৩১ হি.) বলেন,

،لَا خَبِيثَ أَخْبَثُ مِنْ قَارِئٍ فَاجِرٍ

'পাপাচারে লিপ্ত ক্বারী (কুরআনের বাহক ও পাঠক)-এর চেয়ে দুষ্কৃতিকারী আর কেউ নেই'।[৫]

মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন

،لَأَنَا لِلْقَارِئِ الْفَاجِرِ أَخْوَفُ مِنِّي مِنَ الْفَاجِرِ الْمُبْرِزِ بِفُجُورِهِ، إِنَّ هَذَا أَبْعَدُهُمَا غَوْرًا,

'আমি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশী ভয় করি পাপীকে। কেননা গুনাহগার ক্বারী অধিক ক্ষতিকর'।[৬] এর একটি কারণ হল, সাধারণ পাপী তার পাপের কারণে লজ্জিত থাকে, কিন্তু আমলহীন ক্বারী তার জ্ঞানের অহংকারে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, সে তার পাপকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সাধারণ পাপীর পাপ তার নিজের ক্ষতি করে। কিন্তু একজন জ্ঞানীর পদস্খলন বহু মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে দেয়। মানুষ তার জ্ঞানের মুখোশের আড়ালে থাকা পাপাচার দেখে হতাশ হয় এবং অনেক সময় মূল দ্বীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেজন্য একজন আমলহীন জ্ঞানী সমাজের জন্য এক নীরব ঘাতক, যে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর নামে অজ্ঞতা ও পাপাচারের অন্ধকার বিস্তার করে।

সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, অর্জিত জ্ঞান কি আমাদের আরও বিনয়ী ও আল্লহভীরু করছে, নাকি আমাদেরকে অহংকারী ও তার্কিক বানাচ্ছে? আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আমাদের জ্ঞান কি আমাদের মুক্তির কারণ হবে, নাকি আল্লহর কঠিন ক্রোধের কারণ হবে? আল্লহ আমাদের কথা ও কাজকে এক করে দিন এবং আমলবিহীন জ্ঞানের অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

২.আলেমের কথার প্রভাব কমে যায়: আমল হল আলেমের কথার প্রাণ। একজন আমলকারী আলেমের মুখ থেকে নিঃসৃত সাধারণ কথাও মানুষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে, অন্যদিকে আমলহীন আলেমের জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও শ্রোতার কানে প্রবেশ করলেও অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। তার কথায় কোন আধ্যাত্মিক প্রভাব বা 'নূর' থাকে না। ফলে মানুষ তার দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত হলেও আত্মিকভাবে উপকৃত হয় না। কথা ও কাজের এই বিচ্ছিন্নতা আল্লহর কাছে যেমন নিন্দনীয়, মানুষের কাছেও তা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) এ অবস্থাকে একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন

،إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزَلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّفَا ,

‘যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না তখন তার উপদেশ মানুষের অন্তর থেকে পিছলে যায়, যেভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে বৃষ্টি ফোঁটা পিছলে পড়ে’।[৭]

এই উপমাটি আজকের ডিজিটাল যুগের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন প্লাটফর্মে আমরা অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনি। বক্তার উপস্থাপনা, ভাষার মাধুর্য আর তথ্যের গভীরতায় আমরা বিমুগ্ধ হই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেই প্রভাব হারিয়ে যায়। কিন্তু এটা হয় কেন? কারণ শ্রোতার অন্তর অবচেতনভাবেই বক্তার কথা ও কাজের মিল খোঁজে। যখন শ্রোতা জানতে পারে বা অনুভব করে যে, যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে সততা, বিনয় বা আল্লহর ভয় নিয়ে কথা বলছেন, তার ব্যক্তিগত জীবনে এগুলোর ছিটেফোঁটাও নেই, তখন তার অন্তর সেই উপদেশকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কথাগুলো মসৃণ পাথরের ওপর পড়া বৃষ্টির ফোঁটার মতই হয়। মুহূর্তের জন্য ভেজা মনে হলেও পরক্ষণেই শুকিয়ে যায়, কোন দাগ বা প্রভাব রেখে যায় না। অন্তর সেই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা প্রাণহীন ও কপটতায় পূর্ণ।

আমলহীন আলেমের চূড়ান্ত পরিণতি কতটা ভয়াবহ, তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মর্মান্তিক উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ, يُ

ضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَهُ،

‘যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজেকে ভুলে যায়, তার উদাহরণ হল সেই প্রদীপের মতো, যা অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে’।[৮]

এর চেয়ে বড় আফসোস আর কী হতে পারে? একজন আলেম বা দাঈ, যার কথায় প্রভাবিত হয়ে শত শত মানুষ নিজেদের জীবন পরিবর্তন করেছে, আল্লহর নৈকট্য লাভ করেছে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন দেখা যাবে, সেই আলেম নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার জ্ঞান অন্যদের জন্য আলো হলেও, নিজের জন্য হয়েছে আগুন। সে ছিল কেবল একটি মাধ্যম, একটি প্রদীপ, যা অন্যকে আলোকিত করতে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকেই জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মঘাতী পরিণতি থেকে আমরা আল্লহর কাছে আশ্রয় চাই।

আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু আল্লহর কাছেই নয়, মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাব-প্রকৃতি সত্য ও সততাকে ভালোবাসে। তারা এমন নেতা বা আলেমকে অনুসরণ করতে চায়, যার কথা ও কাজের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

এই শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪হি.) বলেন,

‘ ،يَرْضَيَنَّ النَّاسُ قَوْلَ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ، وَلَا عَامَلٍ لَا يَعْلَمُ

মানুষ কখনোই এমন আলেমের কথায় সন্তুষ্ট হবে না, যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না। অনুরূপ এমন আমলকারীর প্রতিও সন্তুষ্ট হয় না, যার ইলম নেই’।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন

‘ ،لَا يُوَثَّقُ لِلنَّاسِ عَمَلُ عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ، وَلَا يُرْضَى بِقَوْلِ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ ,

মানুষের কাছে এমন আমলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, যে আমল করে না। অনুরূপভাবে আমলহীন আলেমের কথার উপরেও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না’।[১০] অর্থাৎ শুধুমাত্র জ্ঞান

অর্জন করলেই হবে না, আমলও করতে হবে। আবার শুধু আমল করলেও চলবে না, সেটা হতে হবে সঠিক জ্ঞানভিত্তিক।

আমরা যারা দ্বীনের কথা বলি, জ্ঞানের কথা শেয়ার করি, হোক তা পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিশাল জগতে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই বাণীগুলো এক একটি আয়না। আমাদের কথাগুলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করছে, নাকি মসৃণ পাথর থেকে পিছলে পড়ছে? আমরা কি অন্যদের জন্য আলো বিলিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছি? সব সময় এই প্রশ্নগুলো মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ মানুষের প্রতিটি কথার শক্তি লুকিয়ে থাকে তার আমলের মাঝে। আমল যত বিশুদ্ধ ও আন্তরিক হবে, তার কথার প্রভাবও তত গভীর ও স্থায়ী হবে।

৩.আমলহীন মানুষ পথভ্রষ্ট হয় :ইলম বা জ্ঞান হল গন্তব্যে পৌঁছার জন্য মানচিত্র স্বরূপ। কোন মুসাফির যদি মানচিত্র হাতে পেয়েও তদনুযায়ী পথ না চলে, তিনি যেমন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেন কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করেন না, তিনিও হেদায়াতের পথে থেকেও বিচ্যুত হয়ে যান। এটি এক ভয়ংকর আত্মপ্রবঞ্চনা। কারণ জ্ঞানের অহংকার তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে তিনি সঠিক পথেই আছেন, অথচ বাস্তবে তিনি বিভ্রান্তির এক গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে না এবং জ্ঞানের সাথে আমলের সমন্বয় থাকে না তাদের উদাহরণ দিয়ে আল্লহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا،

‘যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে’ (জুম‘আ ৬২/৫)।

অত্র আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকালে বর্তমান সমাজের মুসলিমদের এক অদ্ভুত চিত্রায়ণ দেখা যায় এই আয়াতে। সমাজে এমন অসংখ্য পুরুষকে দেখা যায়, যারা জুম‘আর খুৎবায় সুদকে জাহান্নামের আগুন জেনেও অবলীলায় সুদী লেনদেনে ডুবে থাকে। যারা সালাতের গুরুত্ব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন, কিন্তু ফজরটা তাদের ঘুমের কাছে পরাজিত হয়। মানুষকে ভালো কাজ করার সবক দেন, কিন্তু নিজের জীবনে সেই ভালো কাজের প্রভাব অনুপস্থিত। একইভাবে, এমন অগণিত নারী আছেন, যারা পর্দার প্রতিটি আয়াত ও হাদীস মুখস্থ জানেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্দার পক্ষে শত শত পোস্ট শেয়ার করেন, কিন্তু পারিবারিক অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত জীবনে সেই পর্দার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তারা উত্তম স্ত্রী ও মায়ের গুণাবলী বিষয়ক লেকচার শুনে চোখে পানি আনেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং শশুর-শাশুড়ী, পুত্রবধুর সাথে তাদের আচরণে সেই জ্ঞানের কোন কোমলতা বা ধৈর্য ফুটে ওঠে না। এই মানুষগুলো যেন সেই জ্ঞান বহনকারী গাধার আধুনিক সংস্করণ। তাদের স্মার্টফোনে, ল্যাপটপে আর বইয়ের সেলফে জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত আছে। তারা জ্ঞানের ভারে ন্যুব্জ, কিন্তু সেই জ্ঞানের আলো তাদের অন্তরকে আলোকিত করতে পারেনি, তাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে পারেনি, তাদের লেনদেনকে পবিত্র করতে পারেনি। গাধা যেমন তার পিঠের ওপর রাখা বইয়ের ভার

অনুভব করে মাত্র, বইয়ের ভেতরের জ্ঞান থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত, তেমনি এই আমলহীন জ্ঞানীরাও কেবল তথ্যের বোঝা বহন করে বেড়ায়; হেদায়াতের নূর তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না।

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (২০৩-২৮৩হি.) বলেন,

،النَّاسُ كُلُّهُمْ سُكَارَى إِلَّا الْعُلَمَاءُ، وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ حَيَارَى إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ

'আলেমগণ ছাড়া সকল মানুষ দিকভ্রান্ত। আর অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারী ছাড়া সকল আলেম দিশেহারা'।[১১] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, আর আলেমরা জ্ঞানের বিশালতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই দিশেহারা অবস্থা থেকে কেবল তারাই মুক্তি পায়, যারা তাদের জ্ঞানকে কর্মে রূপান্তরিত করে পথের দিশা খুঁজে নেয়। মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন,

،إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ كَسَرَهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ازْدَادَ بِهِ فُجُورًا أَوْ فَخْرًا

'বান্দা যখন আমলের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, তখন তার ইলম তাকে চূর্ণবিচূর্ণ (বিনয়ী) করে দেয়। আর যখন সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা অন্বেষণ করে, তখন এর দ্বারা তার পাপাচার ও অহংকারই বৃদ্ধি পায়'।[১২]

বর্তমান সময়ে অনেকেই সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী ভাবতে শুরু করেন। তাদের জ্ঞান তাদেরকে আল্লহর সামনে নত করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সামনে অহংকারী করে তোলে। তারা তাদের জ্ঞানকে মানুষের ভুল ধরা এবং নিজেকে যাহির করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। মূলত এমন ব্যক্তিরাই জ্ঞানের অহংকার করে থাকেন, ফলে এই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের গুনাহের পাল্লা ভারী হতে থাকে। যারা খালেছ নিয়তে ইলম শিখে না, তাদের ক্ষেত্রেই সাধারণত এমনটা ঘটে থাকে। অন্যদিকে যারা একনিষ্ঠ নিয়তে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন, তারা যতই জানেন ততই নিজের অজ্ঞতা ও দ্বীনতা উপলব্ধি করেন। তাদের জ্ঞান তাদেরকে আল্লহর বিশালতার সামনে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, ফলে তারা হন বিনয়ী, কোমল ও ক্ষমাশীল প্রকৃতির মানুষ।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন

التَّفَاخُرُ بِالْعِلْمِ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ التَّفَاخُرِ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ أَسْبَابَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، وَصَاحِبُ الْمَالِ وَالْجَاهِ اسْتَعْمَلَ أَسْبَابَ الدُّنْيَا لَهَا وَكَاثَرَ بِأَسْبَابِهَا،

'বিদ্যা নিয়ে গর্ব করা আল্লহর নিকট সম্পদ ও মর্যাদা নিয়ে গর্ব করার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা সে (জ্ঞানের অহংকারী) আখেরাতের উপকরণকে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেছে। আর সম্পদ ও মর্যাদার মালিক তো দুনিয়ার উপকরণকে দুনিয়ার জন্যই কাজে লাগিয়েছে এবং সেখানেই প্রতিযোগিতা করেছে'।[১৩]

৪.আমল না করলে ইলম থাকে না : জ্ঞান বা ইলম কোন জড় বস্তু নয় যে, তা অর্জন করার পর আজীবন সিন্দুকে জমা থাকবে। বরং ইলম এক জীবন্ত সত্তার মত, যার প্রাণ হল 'আমল'। যখন আমলের মাধ্যমে এর যত্ন নেওয়া হয়, তখন তা বৃদ্ধি পায়, আলোকিত হয় এবং ব্যক্তির জীবনে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু মানুষ যখন আমল থেকে বিমুখ হয়, তখন অভিমানী অতিথির

মত ইলম বিদায় নেয়, রেখে যায় কেবল শূন্যতা আর আফসোস। এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলতেন,

تَعَلَّمُوا تَعْلَمُوا، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا

'তোমরা ইলম শেখ, জ্ঞান অর্জন কর। আর যখন ইলম অর্জন হয়ে যাবে, তখন আমল করতে থাক'।[১৪]

সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন

،يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ حَلَّ وَإِلَّا ارْتَحَلَ ,

'ইলম আমলকে কানে কানে আহবান জানায়। আমল যদি তার ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে উপস্থিত থাকে, অন্যথা সে (ব্যক্তির কাছ থেকে) প্রস্থান করে'।[১৫] একবার ভাবুন, কী গভীর কথা! জ্ঞান যেন নিজ থেকেই তার অধিকার দাবী করে। যদি আমরা সেই ডাকে সাড়া দেই, তবে সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরে গেঁথে যায়, আমাদের পথ দেখায় এবং বরকতে পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সাড়া না দেই? তখন জ্ঞান আমাদের থেকে প্রস্থান করে।

একজন ব্যক্তির জীবন থেকে জ্ঞানের প্রস্থান বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন :

(ক) স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার মাধ্যমে। কারণ যে জ্ঞান ব্যবহার করা হয় না, মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে তা ভুলে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

(খ) তাওফীক্ব কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে। অনেক সময় জ্ঞান মাথায় থাকে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করার ইচ্ছা বা তাওফীক্ব আল্লহ কেড়ে নেন। জ্ঞান তখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং পথ দেখানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

(গ) বরকত নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে। জ্ঞানটি হয়ত আমাদের মুখস্থ থাকে, আমরা অন্যদের বলতেও পারি, কিন্তু সেই জ্ঞানের নূর ও আধ্যাত্মিক প্রভাব আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। অন্তর সেই জ্ঞানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না।

আমল না করলে যে ইলম থাকে না, তা উপলব্ধির জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন কেউ অনেক মেহনত করে সকাল-সন্ধ্যার পঠিতব্য দুআগুলো মুখস্থ করল। এখন তিনি যদি নিয়মিত এই দুআগুলো পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সব দুআ ভুলে যাবেন। আর এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫.আমল ছাড়া ইলমের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না :ইলম বা জ্ঞানের এক আধ্যাত্মিক স্বাদ রয়েছে, যা বইয়ের পাতায়, মুখস্থের প্রতিযোগিতায় বা বিতর্কের আসরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ইলাহী স্বাদ ও তৃপ্তি কেবল তখনই অনুভূত হয়, যখন জ্ঞানকে কর্মে বা আমলে বাস্তবায়ন করা হয়। যে ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজায়, তার অন্তর এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি, আনন্দ এবং নূর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এই অনুভূতিটা আমলকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

জ্ঞান অর্জনের পর তা দু'টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে পারে। একটি পথ আনন্দের, অন্যটি অহংকারের। আর এই পার্থক্য নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের ওপর, তিনি কি আমল করার জন্য শিখছেন, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে? এই বিষয়টি তুলে ধরে মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন ,إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ لِيَعْمَلَ بِهِ سَرَّهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ زَادَهُ عِلْمُهُ فَخْرًا, 'যখন কোন

ব্যক্তি আমল করার জন্য ইলম অর্জন করে, তখন তার ইলম তাকে আনন্দিত করে। আর যখন সে আমল করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে, তখন সেই ইলম তার অহংকার বাড়িয়ে দেয়'।[১৬]

ধরুন! আপনি শিখলেন যে, কোন ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে কথা বলা সদাকা।[১৭] এই জ্ঞানটুকু জানার মধ্যে এক প্রকার আনন্দ আছে। কিন্তু যখন আপনি বাস্তবে একজন ভারাক্রান্ত মুসলিম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসবেন এবং তার চেহারায় এক ঝলক স্বস্তি ফুটে উঠতে দেখবেন, তখন আপনার অন্তরে যে নির্মল আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভূত হবে সেটাই হল ইলমের আসল স্বাদ। আপনার জ্ঞান তখন জীবন্ত হয়ে উঠবে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কেবল বিতর্কে জেতার জন্য, নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণ করার জন্য বা সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক-কমেন্ট পাওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তার জ্ঞান তাকে আনন্দ দেয় না; বরং অহংকারী করে তোলে। সে হয়তো কুরআন-হাদীসের অসংখ্য রেফারেন্স মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু তার আচরণে বিনয় থাকে না, ক্ষমা থাকে না, দয়া থাকে না। তার জ্ঞান তার জন্য এক ভারী বোঝা, যা তাকে আল্লহর কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাকে অহংকারী বানায়।

তবে নতুন কিছু জানা, অজানাকে বোঝা- এতে এক ধরনের দুনিয়াবী আনন্দ আছে। কিন্তু সেই আনন্দকে যখন আমলের মাধ্যমে আল্লহর সন্তুষ্টির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়, তখন তা আখেরাতের সীমাহীন আনন্দের পাথেয় হয়ে যায়। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (২০৩-২৮৩হি.) বলেন,

' ،الْعِلْمُ أَحَدُ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ صَارَ لِلْآخِرَةِ

জ্ঞান দুনিয়ার অন্যতম উপভোগ্য বিষয়। আর সেই জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমল করা হয়, তবে সেটা আখেরাতের জন্যও উপভোগ্য হয়ে যায়'।[১৮] যেমন কোন বান্দা তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্পর্কে জানল, সেটা তার জন্য দুনিয়ার একটি জ্ঞানগত আনন্দ। কিন্তু যখন তিনি নিশুতি রাতে অলসতা ছুড়ে ফেলে সালাতে দাঁড়াবেন, সিজদায় আল্লহর সাথে একান্তে কথা বলবেন, হৃদয় খুলে নিজের আর্জিগুলো সৃষ্টিকর্তার কাছে ব্যক্ত করবেন, তখন তিনি যে অপার্থিব স্বাদ ও প্রশান্তি পেলেন, তা সরাসরি আখেরাতের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

বান্দা যখন অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল করেন এবং এর জ্ঞানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন, তখন তিনি তাক্বওয়া বা আল্লহভীতির ময়দানে বিচরণ করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লহ সেই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

‘আল্লহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেম বা জ্ঞানীরাই আল্লহকে ভয় করে’ (ফাতির ৩৫/২৮)। এই আয়াত প্রমাণ করে, সত্যিকারের জ্ঞানের চূড়ান্ত ফলাফল হল আল্লহভীতি বা পরহেযগারিতা, যা

অন্তরের একটি আমল এবং বাহ্যিক সকল আমলের চালিকাশক্তি। যার জ্ঞান তাকে আল্লহর ভয়ে ভীত করতে পারে না, সে ইলমের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।

সুতরাং ইসলামে জ্ঞান অর্জন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা নয়; বরং এটি একটি পবিত্র আমানত এবং একটি গুরু দায়িত্ব। এই আমানতের হক তখনই আদায় হয়, যখন জ্ঞানকে আমলে রূপান্তরিত করা হয়। নতুবা সেই জ্ঞানই ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাত্বার আল-ওয়ার্রাক (মৃ. ১২৯ হি.) বলেন

خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ مَنْ,
عَلِمَهُ وَعَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْفَعُ بِمَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ،

‘সর্বোত্তম জ্ঞান সেটাই, যা উপকার করে। আর আল্লহ তো কেবল সেই ব্যক্তিকেই জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত করেন, যে তা শিখেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে। তিনি সেই ব্যক্তিকে এর দ্বারা উপকৃত করেন না, যে তা শিখেছে, কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করেছে’।[১৯] অর্থাৎ জ্ঞানের পরিমাণ দিয়ে তার উপকারিতা মাপা হয় না; বরং তার প্রভাব ও আমল দিয়ে মাপা হয়। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে আল্লহর নিকটবর্তী করে, তার চরিত্রকে সুন্দর করে এবং তাকে আরও বিনয়ী করে তোলে, সেটাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু‘আয আর-রাযী (মৃ. ২৫৮ হি.) বলেন,

‘ مِسْكِينٌ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ حَجِيجُهُ، وَلِسَانُهُ خَصِيمُهُ، وَفَهْمُهُ الْقَاطِعُ بِعُذْرِهِ

সেই ব্যক্তি কতই না দুর্ভাগা, যার জ্ঞানই (কিবয়ামতের দিন) তার বিপক্ষে বিতর্ককারী হবে, যার জিহবা তার প্রতিপক্ষ হবে এবং যার বোধশক্তিই তার (আমল না করার) পক্ষে চূড়ান্ত অজুহাত পেশকারী হবে’।[২০] সুতরাং আমরা যেন জ্ঞানকে কেবল মস্তিষ্কের অলংকার না বানাই; বরং এটাকে আত্মার খোরাক ও কর্মের চালিকাশক্তিতে পরিণত করি। প্রতিটি জ্ঞানের পর যেন আমাদের একটি আমল বৃদ্ধি পায়। তবেই আমরা ইলমের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাদ লাভ করতে পারব, যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতকেই আলোকিত করবে।

৬. আমল ছাড়া ইলমের নূর নিভে যায় :ইলম কোন সাধারণ জাগতিক বস্তু নয়। এটি আসমান থেকে নেমে আসা এক ইলাহী নূর, যা আল্লহ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরে দান করেন। এই পবিত্র নূরকে ধারণ করার জন্য আল্লহ প্রতিটি মানুষকে একটি পাত্র দিয়েছেন। আর তা হল আমাদের ক্বলব বা হৃদয়। আর ‘আমল’ বা কর্ম হল সেই পাত্রের যত্নশীলতা ও পবিত্রতা রক্ষা করার মাধ্যম। যখন কর্মবিমুখতার পাপ, অলসতার কালিমা আর অহংকারের ধুলো সেই হৃদয়পাত্রকে কলুষিত ও অন্ধকার করে ফেলে, তখন ইলাহী জ্ঞানের পবিত্র আলো আর সেখানে

স্থির থাকতে পারে না, ধীরে ধীরে সে আলো নিভে যায়, রেখে যায় কেবল জ্ঞানের খোলসটুকু। জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী (২১৫-২৯৮হি.) বলেন

مَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَشَرَّفَ بِالْعِلْمِ وَتُنْسَبَ إِلَيْهِ، وَتَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَ الْعِلْمَ مَالَهُ عَلَيْكَ، احْتَجَبَ عَنْكَ نُورُهُ وَبَقِيَ عَلَيْكَ وَسْمُهُ وَظُهُورُهُ، ذَلِكَ الْعِلْمُ عَلَيْكَ لَا لَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ يُشِيرُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلِ الْعِلْمُ فِي مَرَاتِبِهِ رَحَلَتْ بَرَكَاتُه

، ‘যখন তুমি ইলমের ওপর তোমার যে হক রয়েছে তা আদায় করার আগেই ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত হতে চাইবে, এর সাথে সম্পর্কিত হতে চাইবে এবং এর ধারক-বাহক হিসাবে পরিচিত হতে চাইবে, তখন ইলমের নূর তোমার থেকে আড়ালে চলে যাবে এবং তোমার ওপর কেবল তার বাহ্যিক রূপ ও প্রকাশই অবশিষ্ট থাকবে (যেমন সার্টিফিকেট, লক্বব, উপাধি, মানুষের প্রশংসা)। সেই ইলম তোমার পক্ষে না হয়ে, তোমার বিপক্ষের দলীল হবে। কারণ ইলম তো তার ওপর আমল করার দিকেই ইঙ্গিত করে। যখন তুমি ইলমের বিভিন্ন স্তরে আমল করবে না, তখন তার বরকতসমূহ চলে যাবে’।[২১]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে ইলমের খোলসের অন্বেষী অনেক, কিন্তু তার নূরের অন্বেষণকারী খুবই কম। একজন ছাত্র যখন মাদ্রাসায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন এই নিয়তে ভর্তি হয় যে, সে একজন বড় আলেম হবে, মানুষ তাকে সম্মান করবে, তার অনেক ফ্যান-ফলোয়ার বা অনুসারী থাকবে, চারদিকে নাম-ডাক থাকবে- তখন সে মূলত ইলমের হক (আমল ও ইখলাস) আদায়ের আগেই তার সম্মানটুকু চেয়ে বসে। এর ফলে আল্লহ তার থেকে ইলমের নূর কেড়ে নেন। তার কাছে তখন শুধু খোলস অবশিষ্ট থাকে। সে হয়তো বড় আলেম বা বক্তা হয়, বড় লেখক হয়, কিন্তু তার কথায় বা লেখায় সেই আধ্যাত্মিক প্রভাব থাকে না, যা মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করতে পারে এবং নিজের ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়িত হয়। তার জ্ঞান তখন তাকে বিনয়ী করতে পারে না; বরং তার অহংকার বৃদ্ধি করে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লহ মুনাফিকদের একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা আমলহীন আলেমের অবস্থার সাথে মিলে যায়। আল্লহ্ বলেন,

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ‘،

তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিক আলোকিত করল, তখন আল্লহ সে আলো ছিনিয়ে নিলেন ও তাদেরকে এমন গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন যে তারা আর কিছুই দেখতে পায় না’ (বাক্বারাহ ২/১৭)। আমলহীন আলেমের অবস্থাও তাই। সে জ্ঞানের আলো জ্বালায়, কিন্তু তার কপটতা ও আমলহীনতার কারণে আল্লহ সেই আলোর নূর কেড়ে নেন। তার কাছে কেবল জ্ঞানের শব্দ আর তথ্য অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হেদায়াতের পথ দেখার ক্ষমতা থাকে না। সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়।যখন আমরা কোন মাসআলা শিখি বিতর্কে জেতার জন্য, অথবা কোন একটি আয়াত বা হাদীস মুখস্থ করি মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য, তখন মূলত আমরা ইলমের হক আদায় করি না। ফলে সেই জ্ঞান

আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে না। আমাদের মুখস্থের ভান্ডার বাড়ে, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার দূর হয় না। উপরন্তু এই ইলম আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন

,مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ,

'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বাহাস করাঅথবা জাহেল-মূর্খদের সাথে বাকবিতন্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করেছে, আল্লহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[২২]

তাই আসুন! আমরা ইলমের খোলসের পেছনে না ছুটে তার নূরের সন্ধান করি। আমাদের উদ্দেশ্য যেন 'আলেম' উপাধি অর্জন না হয়, বরং 'আব্দুল্লাহ' বা আল্লহর প্রকৃত বান্দা হওয়াই যেন মূল উদ্দেশ্য হয়। আমরা যেন ইলমের হক তাক্বওয়া, ইখলাস ও আমল আগে আদায় করি, আর সম্মান ও স্বীকৃতির বিষয়টি আল্লহর ওপর ছেড়ে দেই। কারণ যে ব্যক্তি আল্লহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লহই তাকে সম্মান প্রদান করেন। মহান আল্লহ আমাদের অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

রেফারেন্সঃ

- মাসিক আত-তাহরীক- লিখছেন আবদুল্লাহ আল মারুফ

[১]. জামালুদ্দীন কাসেমী, মাহাসিনুত তা'বীল (তাফসীরে কাসেমী) ৯/২১৫।
[২]. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৬১৩; ছহীহুত তারগীব হা/১২৫।
[৩]. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ (দামেশক : মাকতাবাতু 'আলামিল কুতুব, তাবি), ১/২০২।
[৪]. আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৬১।
[5]. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, তাহক্বীক্ব : আলী মুহাম্মাদ বাজাভী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৮২হি./১৯৬৩খৃ.) ২/১৮১।
[৬]. আবূ হাতেম রাযী, আয-যুহদ (রিয়াদ, সঊদী আরব : দারু আত্বলাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) পৃ. ৫৫।
[৭]. আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাশিয়া: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৯খৃ.), পৃ. ২৬২; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া,তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রিঃ), ২/১৬৭।

[৮]. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩১; সনদ হাসান। রাবী সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ)।

[৯]. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল-আমাল, মুহাক্কিক: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.), পৃ. ২৫।

[১০]. ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক : আমর আল-আমরী (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৪৯/২১৬।

[১১]. আব্দুর রঊফ মুনাভী, ফায়যুল ক্বাদীর (মিসর : আল-মাকাবাতুত তিজারিইয়াহ আল-কুবরা, ১ম মুদ্রণ, ১৩৫৬হি.) ৫/৫১০; ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃ. ২৮।

[১২]. ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃ. ৩২।

[১৩]. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন (মদীনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুত তুরাছ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৯হি./১৯৮৯খৃ.), পৃ. ১৭১।

[১৪]. ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.) ১/৭০৫।

[১৫]. ইবুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ১/১০০; ইবনু কুতাইবা আদ্দীনওয়ারী, উয়ূনুল আখবার (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪১৮হি.), ২/১৪০।

[১৬]. ইবনু হিববান (আবূ হাতেম বুস্তী), রাওযাতুল উক্বালা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৫।

[১৭]. মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৯১০।

[১৮]. ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমাল, পৃ. ২৯।

[১৯]. বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা, পৃ. ৩২৬।

[২০]. খতীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল আমল, পৃ. ৫৩।

[২১]. আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১৩/২৬৯।

[২২]. তিরমিযী হা/ ২৬৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/১০৬; সনদ হাসান।

১৪. সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে ইলমের ভূমিকা

ইলম শব্দটি দ্বীনি পরিভাষার শব্দ হলেও এর ব্যপকতা শুধু দ্বীনকে কেন্দ করে চলে না। ইলম দুনিয়াবী বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে সাহায্য করে। সামাজিক, মানবিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রের ইলমের ভুমিকা ব্যাপক পরিলক্ষিত হয়। নিচে সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে ইলমের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

সামাজিক উন্নয়নে ইলমের ভূমিকা: ইলম (জ্ঞান) সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেমন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন। এটি মানুষকে সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া, সঠিক জ্ঞান সমাজে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য করে, যা মানুষকে কর্মপ্রেমিক ও উৎপাদনশীল করে তোলে।

নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন: ইলম মানুষকে সততা, সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, এবং মানবিক মূল্যবোধ শেখায়, যা একটি সুস্থ সমাজ গঠনের ভিত্তি। এটি আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-সমালোচনা করতে উৎসাহিত করে, যা ব্যক্তিকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি: ইলম মানুষকে নতুন নতুন কর্মে প্রেরণা জোগায় এবং কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দেয়।

স্বচ্ছ লেনদেন: ইলম স্বচ্ছ লেনদেন ও হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জনের উপর জোর দেয়, যা সমাজে অস্থিরতা ও দুর্নীতির পরিবেশ দূর করে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটায়।

সামাজিক সমস্যা সমাধান:সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূল: সঠিক দ্বীনি জ্ঞান ও সচেতনতা মানুষকে সন্ত্রাস, মাদক এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

কুসংস্কার দূরীকরণ: ইলম মানুষকে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের করে এনে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতা: ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপর জোর দেয়। ইলমের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের অভাব পূরণে উৎসাহিত হয়, যা সমাজে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে।

জনসচেতনতা সৃষ্টি: ইলম মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে, যেমন পরিবার পরিকল্পনা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়ে থাকে।

মানবিক উন্নয়নে ইলমের ভূমিকা: ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে মানবিক উন্নয়ন এবং দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায়, কারণ জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং সঠিক ও অন্যায় কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। ইলম অর্জনের মাধ্যমে মানুষ নৈতিকভাবে উন্নত হয়, যা তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে। যখন জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়, তখন আরও গভীর জ্ঞান লাভ হয় এবং দায়িত্বশীল আচরণ তৈরি হয়।

সঠিক পথ নির্দেশ: ইলম মানুষকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে, যা একটি জাতির মানবিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

নৈতিক ভিত্তি: ইলম মানুষকে অন্যায়, ব্যভিচার, ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং সঠিক জীবনযাপনের নির্দেশনা দেয়।

প্রজ্ঞা বৃদ্ধি: যখন কেউ জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, তখন তার মধ্যে আরও গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তৈরি হয়, যা তাকে উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

আমল করা: শুধুমাত্র ইলম অর্জনই যথেষ্ট নয়, বরং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল বা কাজ করাও অপরিহার্য।

দায়িত্ববোধ সৃষ্টি: জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

সমন্বয়: ইলম ও আমলের যথাযথ সমন্বয় ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল ও উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, যা সমাজের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রেফারেন্সঃ

- গুগল

১৫. উপসংহার

মানুষের ইলম শেখার গুরুত্ব অনেক বেশি। ইলম ছাড়া যেমন সঠিকভাবে আমল করা বেশি। ইলম ছাড়া যেমন সঠিকভাবে আমল করা যায় না। আবার দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ বুঝতেও ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই ইলম শেখাকে ফরজ করা হয়েছে। হাদিসে পাকে প্রিয় নবী(সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ'।[১]

দ্বীনের প্রতিটি অংশের সঙ্গে ইলম শেখা খুবই জরুরি। ইলম শেখা ছাড়া যথাযথভাবে দ্বীন পালন সম্ভব নয়। ইলম শেখা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে দ্বীন পালন সম্ভব নয়। এ কারণেই হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

'যে ব্যক্তি ইলম (শেখা) ছাড়া আমল করবে, সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে - না করবে; বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।'[২]

আমরা আমাদের আশেপাশে নিহিত সকল কিছু মধ্যেই উপকারীতা ও অপকারীতা দেখতে পেলেও ইলমের বিষয়টা ভিন্ন। ইলম অর্জনের হাজারটা উপকারীতা আমরা হাদিস, কুরআন, সালাফদের উক্তি থেকে পেলেও অপকারীতা বলতে কিন্তু কোনোকিছুই পাইনা। তবে ইলম অর্জন না করার অনেক অপকারীতা আছে।যেমনঃ ইলম না শেখার সবচেয়ে বড় অপকারীতা হলো আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। অথচ আল্লাহকে ভয় করা মানুষের জন্য সেরা ইবাদত। ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণ থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ। আর আল্লাহর ভয়ই হলো নেক কাজ করার তাওফিক অর্জন করা। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কোরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। ইলম শেখার কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে আল্লাহ ভয় উপলব্ধি করার তাওফিক দান করেন।

ইলম না শেখার ক্ষতি বুঝাতে ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলম শেখার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। যা মানুষকে ইলম শেখার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী করে তোলে। আর তাহলো-

১. আসমান থেকে যেভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ঠিক সেভাবে ইলমও আসমান থেকে দান করা হয়।

২. বৃষ্টি হওয়ার ফলে যেভাবে ফসল ফলানোর জন্য জমিন তৈরি হয়, ঠিক তেমনি ইলম অর্জন করার কারণে মানুষের মনে মানবিক সব গুণাবলী অর্জন হয়।

৩. আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ ছাড়া যেমন জমিনে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না, ঠিক ইলম ছাড়াও মানুষ আল্লাহ তাআলা ইবাদাত-বন্দেগি করতে সক্ষম হয় না।

৪. আসমানের বজ্র ধ্বনি বা বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে যেভাবে বৃষ্টি হয় তেমনি ভাবে জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের ভয় মানুষকে ইলম শেখায় আগ্রহী করে তোলে।

৫. বৃষ্টি যেমন মানুষের জন্য অনেক সময় উপকারী হয় আবার কখনো অপকারী হয়, ঠিক ইলম সঠিকভাবে শেখার ফলে তা যেমন মানুষের জন্য উপকারী হয়। আবার সঠিক ইলম না শেখা বা সে অনুযায়ী আমল না করার কারণে তা অপকারীও হয়।'[৩]

কুরআনুল কারীম ও হাদীসে পাকে ইলম অর্জনকারী ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা এসেছে। তন্মধ্যে একটি উল্লেখ করা হলোঃ

আল্লহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা যুমারের ৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَةَ وَ يَرۡجُوۡا رَحۡمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۹﴾

যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল , 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান '?বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। [৪

সুতরাং যারা ইলম শেখা থেকে বিরত থাকে, তারা উল্লেখিত উপকারিতাগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে তারা আল্লাহর ভয় থেকেও দূরে থাকে।

সুতরাং মানুষের উচিত, যথাযথভাবে সঠিক ইলম শেখা। কোরআনের ইলম শেখার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণে নিজের জীবন সাজানো।

আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুসলিমাকে ধর্মীয়জ্ঞানসহ সব ধরনের ইলম শেখার তাওফিক দান করুন। দুনিয়ার কল্যাণে জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও পরকালের সফলতা লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রেফারেন্সঃ

- জাগো নিউজ 24 ডট কম

[১]. ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামি

[২]. তারিখে তাবারী

[৩]. তাফসিরে কাবীর

[৪]. সূরা যুমার আয়াত ৯